বিষয়ভিত্তিক

আয়াত ও হাদিস সংকলন

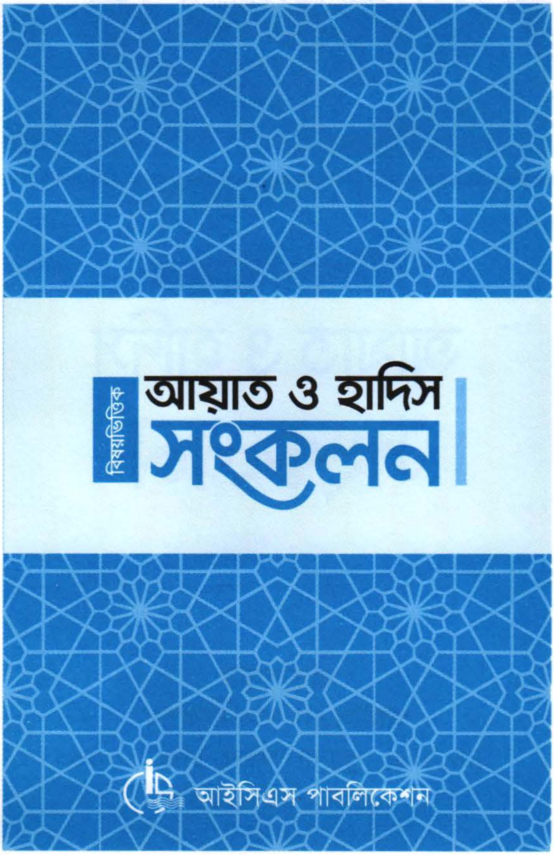

icsbook.info

বিষয়ভিত্তিক

আয়াত ও হাদিস সংকলন

প্রকাশনায়

আইসিএস পাবলিকেশন

৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৫৬৬৪৪০

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

মোজাম্মেল হক মজুমদার

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

icsbook.info

আমাদের কথা

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস সংকলন

অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা। জীবনের প্রতিটিক্ষণ তাঁরই প্রশংসায় অতিবাহিত করলেও তাঁর মহিমায় এতটুকু বর্ণনা সম্ভব নয়। আর মহান রব মানুষের জীবনবিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন 'ইসলাম'। ইসলাম শাশ্বত, মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পথ। যে ওহির মাধ্যমে মানুষের জীবন বিধানকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে তা হলো আল কুরআন। এ মহান কালামের প্রতিটি বাণী সত্য ও অকট্য। এর বিধানাবলির মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অণুমাত্র অবকাশ নেই। এতে প্রদত্ত তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যেও কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এ কালাম এক চিরন্তন মু'জিযা। কোন মানুষের সাধ্য নেই এ কালামের সাথে চ্যালেঞ্জ করার। অনুরূপ একটি কুরআন বা তার অংশ বিশেষ রচনা করার সাধ্য মানুষের নেই।

আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদকে (সা) আল কুরআন প্রচারক এবং একমাত্র ব্যাখ্যাদাতা নিয়োগ করেন। মূলত কুরআনের বাস্তব চিত্রই হচ্ছে নবী মুহাম্মদের (সা) জীবনাচরণ তথা গোটা জিন্দেগি। তাই তো তাঁরই সহধর্মিণী উম্মিহাতুল মুসলিমীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) কুরআনের বাস্তব নমুনা হিসেবে রাসূলের (সা) সকল কর্মতৎপরতাকে ঘোষণা করেন। সুতরাং আল কুরআন এবং রাসূল (সা) প্রদত্ত আল কুরআনের ব্যাখ্যাই হচ্ছে দীন ইসলামের মূল ভিত্তি। আর রাসূলের (সা) প্রদত্ত এ ব্যাখ্যার নামই হলো হাদিস বা সুন্নাহ। তাই হাদিস বা সুন্নাহকে বাদ দিয়ে ইসলামাকে কল্পনাই করা যায় না। ছাদ এবং দেয়াল ছাড়া শুধু পিলারকে যেমন অট্টালিকা বলা যায় না, তেমনি হাদিস ও সুন্নাহ ছাড়া কেবলমাত্র কুরআন দিয়ে ইসলামের অট্টালিকা পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই সুন্নাহ ইসলামী সংস্কৃতি ও কর্মবিধানের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। হাদিস অধ্যয়ন যেমন ইসলামী আমল ও নৈতিকতা গ্রহণে প্রেরণাদায়ক, তেমনি এর মাধ্যমে ইসলামী সংবিধানের সাথে সরাসরি পরিচয় লাভ সম্ভব। এই কারণে কুরআনের পরে হাদিসের মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। হাদিসের সাহায্য না হলে যেমন কুরআনের নির্ভুল ও সঠিক তাৎপর্য লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনি ইসলামী জীবনবিধানও সক্ষম হয় না সম্পূর্ণতা অর্জন করতে। কুরআন মজিদে আল্লাহপাক বলেন, "(হে নবী) আর আল্লাহ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমত নাজিল করেছেন। তাছাড়া তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আসলে তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।" (সুরা আন্ নিসা:১১৩) নবী করীম (সা) বলেন "জেনে রেখো, আমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে আর সেই সাথে দেয়া হয়েছে অনুরূপ আরেকটি জিনিস।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আর ইসলামী আন্দোলনের যাবতীয় উপায়-উপাদান স্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখিত দু'টি বিষয়ে অধ্যয়ন ছাড়া এই বিপ্লবকে জানা বা আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। এই বিপ্লবকে না জেনে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। সে কারণে এই আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে কুরআন ও হাদিস সরাসরি অধ্যয়ন একান্ত কর্তব্য। বক্তব্য-বিবৃতি ও দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান সফল আন্দোলনের অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয়ের আয়াত ও হাদিস সরাসরি উক্ত দু'টি উৎস থেকে গ্রহণ করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এই অসুবিধা নিরসনকল্পে ইতোপূর্বে আইসিএস পাবলিকেশন থেকে "সিলেবাসভিত্তিক কুরআন ও হাদিস" সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিল। জনশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সংকলনটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের এবং সমৃদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই বর্ধিত কলেবরে "বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস সংকলন" নতুন ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহের মূল ভাষা আরবি ও তার পাশাপাশি বাংলা অনুবাদের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। ফলে বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হবে। আর সংকলনটি যারা কুরআন ও হাদিস নিয়ে রিসার্চ করতে চান, তাদেরও বেশ সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। যাদের জন্য সংকলনটি প্রকাশ করা বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনী- তারা এ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তব অনুশীলনে ব্রতী হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ আমাদের সকল কর্ম-তৎপরতা তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে কবুল করুন। আমিন

icsbook.info

সূচিপত্র

- উলুমুল কুরআন ০৭
- উলুমুল হাদিস ১৫
- ইলমে তাজবিদ ২২
- মাসয়ালা-মাসায়েল ৩১
- সহীহ নিয়ত (বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস) ৩৬
- ঈমান ৩৭
- তাওহিদ ৩৯
- রিসালাত ৪১
- আখেরাত ৪৩
- সালাত ৪৫
- যাকাত ৪৭
- সাওম ৪৮
- হজ ৫০
- শাহাদাত ৫২
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫৩
- দাওয়াত ৫৫
- সংগঠন ৫৮
- প্রশিক্ষণ ৬১
- ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রসমস্যা ৬৪

icsbook.info

- ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ ৬৬
- আনুগত্য ৭০
- পরামর্শ ৭১
- ইহ্‌তেসাব ৭৩
- তাকওয়া ৭৪
- পর্দা ৭৬
- বাইয়াত ৭৮
- তাওবা ৮০
- মুমিনদের গুণাবলী ৮১
- ত্যাগ-কোরবাণী ৮৩
- ইসলামী অর্থব্যবস্থা ৮৫
- ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ৮৭
- আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় ৮৯
- জান্নাত ৯১
- জাহান্নাম ৯২
- আত্মশুদ্ধি ৯৪
- দায়িত্বশীলের গুণাবলি ৯৫
- ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম ৯৭
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট ৯৮
- আল কুরআনে ১০টি সূরা ৯৯
- মাসনুন দোয়া ১০৩
- নামাজে পঠিত দোয়া সমূহ ১০৬

icsbook.info

“এ বিধান ভীরু কাপুরুষদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। নফসের দাস ও দুনিয়ার গোলামদের জন্যে নাজিল হয়নি। বাতাসের বেগে উড়ে খড়কুটো, পানির স্রোতে ভেসে চলা কীট-পতঙ্গ এবং প্রতি রঙে রঙীন হওয়া রংহীনদের জন্য অবতীর্ণ করেনি। এ এমন দুঃসাহসী নরসার্দুলদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বাতাসের গতি বদলে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, যারা নদীর তরঙ্গের সাথে লড়তে এবং তার স্রোতধারা ঘুরিয়ে দেবার মত সৎ সাহস রাখে।”

“ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর যত মানুষের জীবন কথা পাওয়া যায়, তাদের শতকরা অন্তত নব্বই জন দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীন পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নিয়েছেন, দুঃখ-মুছিবতের কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন। এ সকল মহামানবকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জীবনের মহাসাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাঁরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় সাঁতার শিখেছেন, পানির নির্মম চপেটাঘাতে সামনে এগিয়ে যাবার দীক্ষা পেয়েছেন। এভাবে জীবন সংগ্রামে অটল-অবিচল থাকার ফলে একদিন সাফল্যের উপকূলে পৌঁছে বিজয়ের ঝান্ডা উড্ডীন করতে সক্ষম হয়েছেন।”

শতাব্দীর অগ্রদূত সাইয়্যেদ মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর কলাম থেকে

icsbook.info

উলূমুল কুরআন

আল-কুরআনের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দটি আরবি, যা قَرَأَ কিংবা قَرْنٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। قَرَأَ (পড়া) শব্দ থেকে আসলে قُرْاٰنٌ শব্দের অর্থ হয় অধিক পঠিত। আর قَرْنٌ (মিলিত থাকা) শব্দ থেকে আসলে قُرْاٰنٌ শব্দের অর্থ হয়; পরিপূর্ণভাবে মিলিত ও সংযুক্ত। যেহেতু কুরআন মাজিদ সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ এবং এর আয়াত অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে, তাই এর নাম اَلْقُرْاٰنُ।

পারিভাষিক অর্থ : মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ এর নবুওয়াতের দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যে কিতাব নাজিল হয়েছে তার সমষ্টি আল কুরআন।

- **আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য**

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় হল মানবজাতি। কেননা মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয়ই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনের উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে পথপ্রদর্শন, যাতে দুনিয়াতে নিজের জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালেও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

- **আল-কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়ার কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ**

আল-কুরআন যে আল্লাহ তায়ালারই বাণী, এটি মানুষের পক্ষে তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়। এর অসংখ্য প্রমাণ স্বয়ং আল-কুরআনেই বর্তমান। যথা, কয়েকটি প্রমাণ নিম্নরূপ-

১. আল-কুরআনের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান।

২. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহ।

icsbook.info

৩. প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাবলির যথাযথ বর্ণনা।
৪. ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে নির্ভুল সংবাদ দান।
৫. মানব জীবনের জন্য সুদূরপ্রসারী মৌলিক ব্যবস্থা দান।
৬. বিশ্বলোক ও ঊর্ধ্বজগৎ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যের বর্ণনা।
৭. আল-কুরআনের অভিনব হেফাজত ব্যবস্থা।
৮. আল-কুরআনের ভাষা ও বিষয়ে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য।

আল-কুরআনের বাচনভঙ্গি

১. একটি বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী
২. সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করার মত সম্মোহক
৩. বিরোধীদের প্রতিহত করায় বলিষ্ঠ
৪. বিপ্লবী নেতার ঝঙ্কারময় ভাষণ
৫. মন মগজ বুদ্ধি-বিবেককে উদ্বুদ্ধ করার মতো এবং ভাবাবেগের প্লাবন সৃষ্টি করার যোগ্য।
৬. দরদি মন দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করার মতো আবেগ ও আবেদনময় আহবান।

আল-কুরআনের ১০টি নাম

১. اَلْهُدٰى (আল হুদা) পদপ্রদর্শক
২. اَلْفُرْقَانُ (আল ফুরকান) পার্থক্যকারী
৩. اَلذِّكْرُ (আয্-যিকর) উপদেশ
৪. اَلْحِكْمَةُ (আল হিকমাহ) প্রজ্ঞা
৫. اَلشِّفَاءُ (আশ শিফা) উপশমকারী
৬. كِتَابٌ مُّبِيْنٌ (কিতাবুম মুবিন) সুস্পষ্ট কিতাব
৭. اَلْكِتَابُ (আল কিতাব) গ্রন্থ
৮. اَلنُّوْرُ (আন নূর) আলো
৯. اَلْوَحْيُ (আল ওহি) প্রত্যাদেশ
১০. اَلْكَلَامُ (আল কালাম) বাণী

icsbook.info

- **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আন্দোলনের বিভিন্ন যুগ ও স্তর**
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আন্দোলনের দু'টো যুগ

১. মাক্কি যুগঃ- প্রথম ১৩ বছর। দাওয়াত ও তাবলীগ, ব্যক্তিগঠনের যুগ ও নির্যাতনের যুগ।

২. মাদানি যুগঃ- হিজরাতের পর ১০ বছর। এটা বিজয়, সমাজগঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা ও সশস্ত্র মোকাবেলার যুগ।

- **মাক্কি যুগের বিভিন্ন স্তর**

১. ব্যক্তিগতভাবে বা গোপনে (আন্ডারগ্রাউন্ড) দাওয়াত মোট ৩ বছর। (নবুওয়াতের ১ম-৩য় বছর)

২. প্রকাশ্যে দাওয়াত বিরোধীদের বিদ্রূপ ও অপপ্রচার এবং নির্যাতনের প্রাথমিক অবস্থার যুগ মোট ২ বছর। (নবুওয়াতের ৪র্থ-৫ম বছর)।

৩. বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনকাল ৫ বছর। (নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম বছর)

৪. মাক্কি যুগের শেষ ৩ বছর চরম বিরোধিতা, নিষ্ঠুর নির্যাতন, এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যার চেষ্টা চলে। (নবুওয়াতের ১১তম-১৩তম বছর)।

- **মাদানি যুগের বিভিন্ন স্তর (মোট ১০ বছর)**

১. বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত- ১ বছর ৬ মাস।

২. বদর থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত -৪ বছর ২ মাস।

৩. হোদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত- ১ বছর ১০ মাস।

৪. মক্কা বিজয়ের পর ২ বছর ৬ মাস।

- **আল-কুরানের সূরাসমূহকে ২ভাগে ভাগ করা হয়েছে**

সূরা ২ প্রকার। ১. মাক্কি সূরা ২. মাদানি সূরা

মাক্কি সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাক্কি জীবনে অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে ।

মাদানি সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাদানি জীবনে অর্থাৎ হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে।

icsbook.info

• মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট

১. সাধারণত সূরা ও আয়াতগুলো ছোট ছোট ও ছন্দময়।

২. তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সংক্রান্ত আলোচনা।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا أَيُّهَا النَّاسُ (হে মানবজাতি) বলে সম্বোধন।

৪. মাক্কি সূরা ব্যক্তিগঠনে হিদায়াতপূর্ণ

৫. আল-কুরআন সত্যতার প্রমাণ ও ঈমান আকিদার আলোচনা।

৬. মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৭.ভবিষ্যতকালিন ক্রিয়ার শুরুতে س ও سوف শব্দের ব্যবহার বেশি।

• মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. সাধারণত সূরা ও আয়াতগুলো বড় ও গদ্যময়।

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) বলে সম্বোধন।

৩. সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারি আইন, উত্তরাধিকারী আইন, বিয়ে তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

৪. যুদ্ধ, সন্ধি, গনিমত, জিজিয়া ইত্যাদির বিবরণ।

৫. ইবাদত, আহকামে শরিয়ত ও হালাল-হারামের বর্ণনা।

৬. মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত আলোচনা।

৭. জাকাত ও ওশরের নিয়ম-কানুন আলোচনা।

• আয়াতের প্রকারভেদ

অর্থের দিক থেকে ২ প্রকার: ১. মুহ্কামাত ২. মুতাশাবিহাত

হুকুমের দিক থেকে ৩ প্রকার: ১. হালাল ২. হারাম ৩. আমছাল

• আল-কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা ও সমাধান

আল-কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা:

১. অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় মনে করা। ২. একই বিষয়ের বারবার উল্লেখ।

icsbook.info

৩. বিষয়সূচি না থাকা। ৪. নাজিলের প্রেক্ষাপট না জানা।

৫. নাসিখ-মানসুখ (তথা কোনো কোনো আয়াতের বিধান স্থগিত, রহিত, যা পরিবর্তিত এ বিষয়টি) না জানা। ৬. আরবি ভাষা না জানা।

- **সমাধানের উপায়**

১. অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মনমগজ নিয়ে বসা।

২. আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূল ﷺ এর আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা।

৩. নাসিখ- মানসুখ জানা ।

৪. আরবি ভাষা শেখার চেষ্টা করা।

৫. আল-কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়া।

- **ওহি কী**

ওহি অর্থ ইশারা করা, প্রত্যাদেশ করা, কিছু লিখে পাঠান, কোন কথাসহ লোক পাঠান, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে কিছু জানিয়ে দেওয়া ।

শরিয়তের পরিভাষায়ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী আলাইহিস সালামগণকে ফেরেস্তার মাধ্যমে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া।

ওহি কত প্রকার : ওহি দুই প্রকার

১. ওহি মাতলু (আল-কুরআন) ২. ওহি গায়রে মাতলু (আল-হাদিস)

- **ওহি নাজিলের ধরণ ৭টি**

১. সত্য স্বপ্নযোগে ২. ঘন্টাধ্বনির ন্যায় ৩. জিবরাইল (আ) এর নিজস্ব আকৃতিতে ৪. জিবরাইল (আ) কর্তৃক মানুষের আকৃতিতে ৫. ইসরাফিল (আ) এর মাধ্যমে। ৬. পর্দার অন্তরাল থেকে। ৭. অন্তকরণে ঢেলে দেয়া/ইলহামের মাধ্যমে

icsbook.info

- ## আল-কুরআন সঙ্কলনের ইতিহাস

তিন যুগে বিভিন্নভাবে আল-কুরআন সঙ্কলিত হয়েছে।

- ## রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ

১. মুখস্থ করার মাধ্যমে: হাফিজে কুরআনগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম ইবনে মাকাল, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়িদ বিন সাবিত, আবু যায়িদ, আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ।

২. লেখার মাধ্যমে : কাতেবে ওহিগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়িদ বিন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ। তারা পাথর, খেজুরের ডাল, চামড়া ইত্যাদির ওপর আল-কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে সংরক্ষণ করতেন।

- ## হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর যুগ

ভন্ডনবী মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য হাফিজে আল-কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। এতে আল-কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কায় হযরত ওমরের রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পরামর্শক্রমে খলিফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত যায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে আল-কুরআন সঙ্কলন বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ কঠোর সাধনা করে আল-কুরআনের লিখিত বিভিন্ন অংশকে হাফেজে আল-কুরআনের সাথে সমন্বয় করে একত্র করেন। যার নাম রাখা হয় মাসহাফে সিদ্দিকী। হযরত আবু বকরের রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মৃত্যুর পর এ কপিটি হযরত ওমরের কাছে এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একে সংরক্ষনে রাখেন।

- ## হযরত উসমান (রা) এর যুগ

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটায় আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা আল-কুরআন মাজিদকে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ করতে থাকেন। এতে আল-কুরআন বিকৃতির আশঙ্কায় হযরত উসমান (রা) আল-কুরআনের বিকৃত অংশগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দেন

icsbook.info

এবং মাসহাফে সিদ্দিকী এর অনুরূপ সাতটি কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। আজ পর্যন্ত আল-কুরআন মাজিদ সে অবয়বেই বিদ্যমান। এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়নি।

• কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থের নাম

১. তাফসির ইবনে আব্বাস- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

২. তাফসিরে ইবনে কাসীর-আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (তাফসীর কুরআনুল আজীম)

৩. মায়ারেফুল কুরআন- মুফতি মোহাম্মদ শফী

৪. তাফসির জালালাইন- জালালুদ্দীন মহল্লি ও জালালুদ্দীন সুয়ুতি।

৫. তাফসিরে কাশশাফ- জারুল্লাহ যমাখশারী

৬. ফি জিলালিল কুরআন- সাইয়েদ কুতুব শহীদ

৭. তাফহিমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী

৮. The Message- Muhammad Asad

• এক নজরে আল কুরআন

১. সূরা -১১৪

২. মাক্কি সূরা- ৮৬, মতান্তর ৮৯

৩. মাদানি সূরা- ২৮, মতান্তর ২৫

৪. আয়াত সংখ্যা- ৬৬৬৬ (গ্রহণযোগ্য মতে ৬২৩৬)

৫. রুকু ৫৫৪, মতান্তর ৫৬১

৬. সিজদার আয়াত ১৪টি মতান্তর ১৫টি ।

৭. পারা ৩০।

৮. ১ম নাজিলের সময়ঃ হিজরি পূর্ব ১৩ সনে, ৬১০ ঈসায়ী।

৯. নাজিলের শেষ সময়ঃ হিজরি ১১ সনে, ৬৩২ ঈসায়ী।

১০. পূর্ণাঙ্গ আল-কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থবদ্ধ হয় হিজরি ১২ সনে (৬৩৩ ঈসায়ী), হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পৃষ্ঠপোষকতায়।

১১. আল-কুরআনে হরকত সংযোজন করেন- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, হিজরি ৭৫ সালে (৬৯৪ ঈসায়ী)।

১২. মনজিল সংখ্যা -৭টি।

icsbook.info

১৩. আল-কুরআনে (আল্লাহ) শব্দটি ২৫৮৪/২৬৯৯ বার এসেছে ।
১৪. আল-কুরআনে (মুহাম্মাদ) শব্দটি ৪ বার এসেছে।
১৫. আল-কুরআনে (লা ইলাহা ...) শব্দটি ২ বার এসেছে।
১৬. সূরা "আত-তওবার" শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই ।
১৭. সূরা "আত-তওবার" অপর নাম 'আল-বারাআত'
১৮. সূরা "আন-নামলে" দুইবার বিসমিল্লাহ উল্লেখ আছে ।
১৯. সূরা "মুহাম্মাদ" এর অপর নাম সূরা "কিতাল"।
২০. সূরা "আল-মু'মিন" এর অপর নাম সূরা "গাফের "
২১. সূরা "হামিম সিজদাহ " এর অপর নাম সূরা "ফুসসিলাত"।
২২. সাহাবাগণের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মধ্যে হযরত যায়িদ বিন হারিসের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নাম কুরআনে এসেছে। (সূরা আহযাব- ৩৭)
২৩. আল-কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন (আংশিক) মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া ।
২৪. আল-কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন- গিরিশ চন্দ্র সেন (নরসিংদী)
২৫. আল কুরআনে ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে ।

- **দারসুল কুরআনের ক্ষেত্রে কতিপয় দিক**

১. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ২. সরল অনুবাদ ৩. সূরার নামকরণ ৪. নাজিলের সময়কাল ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ৫. নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্তু ৬. ব্যাখ্যা
৭. আয়াতের শিক্ষা

- **সূরা ফাতিহার কয়েকটি নাম**

১. উম্মুল-কুরআন (اُمُّ الْقُرْاٰنِ) (আল-কুরআনের জননী)

২. উম্মুল কিতাব (اُمُّ الْكِتَابِ) (কিতাবের জননী)

৩. সূরাতুশ শিফা (سُوْرَةُ الشِّفَاءِ) (আরোগ্য লাভের সূরা)

৪. সূরাতুদ দোয়া (سُوْرَةُ الدُّعَاءِ) (প্রার্থনার সূরা)

৫. সূরাতুল মোনাজাত (سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ) (মুক্তির দোয়া)

৬. সূরাতুস সালাত (سُوْرَةُ الصَّلَاةِ) (নামাজের সূরা)

icsbook.info

উলুমুল হাদিস

• হাদিস কী?

হাদিস আরবি শব্দ। আরবি অভিধান ও আল-কুরআনের ব্যবহার অনুযায়ী 'হাদিস' শব্দের অর্থ কথা, বাণী, বার্তা, সংবাদ ইত্যাদি। পরিভাষায়, মহানবী (সা) এর কথা, কাজ, অনুমোদন ও মৌনসম্মতিই হাদিস। হাদিসের অপর নাম খবর। ব্যাপক অর্থে সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবেয়িদের কথা, কাজকেও হাদিস বলা হয়। সাহাবাদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে বলা হয় 'আসার'।

• ইলমে হাদিসের কিছু পরিভাষা

সাহাবী (صَحَابِىْ) : যে ব্যক্তি রাসূল ﷺএর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর জীবদ্দশায় রাসূলে করীম ﷺকে ঈমানের সাথে দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি সাহাবী ।

তাবেয়ি (تَابِعِىْ) : যিনি বা যাঁরা ঈমানের সাথে কোন সাহাবীর সহচর্য লাভ করেছেন ও সাহাবীদের অনুকরণ অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের সাথে মারা গেছেন করেছেন তাঁদেরকে তাবেয়ি বলে ।

তাবে তাবেয়ি (تَبْعُ التَّابِعِى) : যিনি বা যাঁরা ঈমানের সাথে কোন তাবেয়ির সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর নিকট ইসলামী জ্ঞান আহরণ করেছেন ও তাঁর অনুকরণ অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের সাথে মারা গেছেন, তাঁদেরকে 'তাবে তাবেয়ি' বলে।

রেওয়ায়াত (رِوَايَةٌ) : হাদিস বা আসার বর্ণনার পদ্ধতিকে 'রেওয়ায়াত' বলে।

রাবি (اَلرَّاوِىْ) : হাদিস বা আসার বর্ণনাকারীকে 'রাবি' বলে।

দেরায়েত (دِرَايَةٌ) : হাদিস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে 'দেরায়েত' বলে।

সনদ (سَنَدٌ) : হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে 'সনদ 'বলে।

মতন (مَتَنٌ) : হাদিসের মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলে।

icsbook.info

রিজাল (رِجَالٌ) : হাদিসের রাবি সামষ্টিকে 'রিজাল' বলে ।

আসমাউল রিজাল (اَسْمَاءُ الرِّجَالِ) : যে শাস্ত্রে রাবিদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়।

আদালত (عَدَالَةٌ) : মানুষের ভেতরের যে আদিম শক্তি তাকে 'তাকওয়া' ও 'মরুওত' অবলম্বন করতে (এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত রাখতে) উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদালত' বলে ।

আ'দিল (عَادِلٌ -ন্যায়বান) : যে ব্যক্তি 'তাকওয়া' ও 'মরুওত' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে 'আদিল' বলে

সিকাহ্ (ثقة- নির্ভযোগ্যতা) : যে ব্যক্তির মধ্যে আ'দল গুণ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় তাকে 'সিকাহ' বলে ।

আসহাবে সুফ্ফা (اَصْحَابُ الصفة) : যে সমস্ত সাহাবী সবসময় রাসূল ﷺ এর সাহচর্যে থাকতেন অর্থাৎ রাসূলের ﷺ তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তাঁর আদেশ নিষেধ শুনতেন ও কণ্ঠস্থ করতেন, তাদেরকে 'আসহাবে সুফ্ফা' বলে। এদের সংখ্যা ৭০জন।

মুহাদ্দিস (اَلْمُحَدِّثُ) : যিনি হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিত, হাদিস চর্চা করেন, হাদিসের সনদ ও মতন সহ বহু হাদিসের জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলে।

শায়খ (اَلشَّيْخُ) : হাদিসের শিক্ষককে শায়খ বলে।

হাফিজ (حافظ) : সনদ ও মতন সহ ১ লক্ষ হাদিস মুখস্থকারী ।

হুজ্জাত (حُجَّةٌ) : যিনি সনদ ও মতনসহ সমস্ত বৃত্তান্তসহ তিন লক্ষ হাদিস মুখস্থ বা আয়ত্ত করেছেন তাকে 'হুজ্জাত' বলে ।

হাকিম (حَاكِمٌ) : যিনি সনদ ও মতনসহ সমস্ত হাদিস মুখস্থ ও আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকিম' বলে

ফকিহ্ (فَقِيْه) : যারা হাদিসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাদেরকে 'ফকিহ্' বলে ।

icsbook.info

সিহাহ সিত্তাহ (اَلصِّحَاحُ السِّتَّةُ) : ৬ খানা বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তাহ বলে।

১. সহিহ বুখারী ২. সহিহ মুসলিম ৩. সহিহ তিরমিযী ৪. আবু দাউদ ৫. নাসায়ী ৬. ইবনু মাজাহ।

সহীহাইন (صحيحين) : বুখারী ও মুসলিম হাদিস গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে বলা হয় সহীহাইন।

সুনানু আরবায়া (اَلسُّنَنُ الْاَرْبَعُ) : আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ; এ চারখানা গ্রন্থকে এক সাথে সুনানু আরবায়া বলা হয়।

মুত্তাফিকুন আলাইহি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : যে হাদিস বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করা হয়েছে ।

হাদিসে কুদসি (اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ) : যে হাদিসের ভাব আল্লাহর আর ভাষা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাই হাদীসে কুদসি।

হাদিসে নববী (اَلْحَدِيْثُ النَّبَوِيُّ) : হাদিসে কুদসি ব্যতীত সকল হাদিস ।

আসার (اَثَرٌ) : সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজকে আসার বলে ।

জামি (اَلْجَامِعُ) : যে গ্রন্থে প্রধানত নিম্নোক্ত ৮টি অধ্যায় আছে আছ-ছিয়ার, আত-তাফসির, আল-আকাঈদ, আল-ফিতান, আল-আদাব, আশয়াতুস-সা'আ, আল-আহকাম, আল-মানাকিব।

হাদিসের শ্রেণীবিভাগ

- **হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ হাদিসকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন-**

১. কাওলি (قَوْلِيْ) : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা সংবলিত হাদিসকে কাওলি হাদিস বলে। আদেশ, নিষেধ অথবা অন্যান্য যত প্রকার মৌখিক বর্ণনা তাকে 'কাওলি' বলে

২. ফেলি (فِعْلِيْ) : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাস্তব জীবনের কর্মমূলক হাদিসকে ফেলি

icsbook.info

হাদিস বলে। কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার, উঠা-বসা, লেন-দেন সম্পর্কীয় কথাগুলোকে ফেলি বলে

৩. তাক্বরিরি (تَقْرِيْرِىْ) : সাহাবীগণের যে সব কথা ও কাজের প্রতি রাসূল ﷺ সমর্থন প্রদান করেছেন তাকে তাক্বরিরি হাদিস বলে।

- **বর্ণনাকারীদের (রাবি) সিলসিলা অনুযায়ী হাদিসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-**

১. মারফূ (مَرْفُوْعٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছেছে।

২. মাওকুফ (مَوْقُوْفٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র সাহাবি পর্যন্ত পৌছেছে।

৩. মাকতু (مَقْطُوْعٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র তাবেয়ি পর্যন্ত পোঁছেছে।

- **রাবিদের বাদপড়ার দিক থেকে হাদিস দুই প্রকার-**

১. মুত্তাসিল ২. মুনকাতি'

১. মুত্তাসিল (اَلْمُتَّصِلُ) : যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা ওপর হতে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়েছে, কোন রাবি বাদ বা উহ্য থাকেনি তাকে মোত্তাসিল বলে ।

২. মুনকাতি (اَلْمُنْقَطِعُ) : সূত্র অসংলগ্ন অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয় নি, কোন না কোন স্থানের রাবি বাদ পড়েছে বা উহ্য রয়েছে এ ধরনের হাদিসকে মুনকাতি' বলে।

- **রাবির গুণ অনুযায়ী হাদিস তিন প্রকার**

১. সহীহ (صَحِيْحٌ) : যে হাদিস মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা সুত্র), রাবি ন্যায়পরায়ণ, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এবং হাদিসটি শায ও মুয়াল্লাল নয়।

২. হাসান (حَسَنٌ) : স্বচ্ছ স্মরণশক্তি ব্যতীত সহীহ হাদিসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে বিদ্যমান।

icsbook.info

৩. দ্বঈফ (ضَعِيفٌ) : যে হাদিস উপরোক্ত সকল কিংবা কোন কোনটার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি থাকে তাকে দ্বঈফ হাদিস বলে।

- **বর্ণনাকারী তথা রাবিদের সংখ্যা অনুযায়ী হাদিস চার প্রকার**

১. মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) : ঐ হাদিস, প্রত্যেক যুগে যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব।

২. মাশহুর (مَشْهُورٌ) : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোন যুগেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিল না।

৩. আযীয (عَزِيزٌ) : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন যুগেই দুই এর কম ছিল না।

৪. গরিব (غَرِيبٌ) : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন কোন যুগে একজনে পৌঁছেছে।

(শেষোক্ত তিন প্রকার হাদিসকে একসাথে 'খবরে আহাদ' বলে)।

- **ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার দিক থেকে হাদিস ২ প্রকার**

১. হাদিসে শায (اَلْحَدِيثُ الشَّاذُّ): যে হাদিসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কিন্তু তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত রাবির বর্ণনার বিপরীত।

২. হাদিসে মুয়াল্লাল (اَلْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ): যে হাদিসের বর্ণনা সূত্রে এমন এক সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে, যা কেবল হাদিসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই বুঝতে পারেন।

- **হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শিক্ষাদানের ওপর নির্ভর করে মুহাদ্দিসগণ সাহাবাদের চার ভাগে বিভক্ত করেছেন**

১. মুকাচ্ছিরুন (مُكْثِرُونَ): যে সকল সাহাবা একহাজার বা ততোধিক হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে মুকাচ্ছিরুন বলে।

২. মুতাওয়াস্‌সিতিন (مُتَوَسِّطُونَ): যে সকল সাহাবা পাঁচশত বা ততোধীক হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে মুতাওয়াস্‌সিতিন বলে।

icsbook.info

৩. **মুকিল্লুন (مُقِلُّوْنَ)**: যে সকল সাহাবা চল্লিশ থেকে পাঁচশত হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে মুকিল্লুন বলে।

৪. **আকাল্লুন (أَقَلُّوْنَ)**: যে সকল সাহাবা চল্লিশের কম হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে আকাল্লুন বলে।

• আল-কুরআন ও হাদিসে কুদসির মধ্যে পার্থক্য

১. হাদিসে কুদসির ভাব আল্লাহর আর ভাষা রাসূল ﷺ এর, পক্ষান্তরে আল-কুরআনের ভাব, ভাষা দুটিই আল্লাহ তায়ালার।

২. আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ, যা তিনি ঘোষণা করেছেন, কিন্তু হাদিসে কুদসির ক্ষেত্রে তা বলা হয়নি।

৩. নামাজে আল-কুরআন তেলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু নামাজে হাদিসে কুদসি পড়ার সুযোগ নেই।

৪. আল-কুরআন তেলাওয়াতে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি কিন্তু হাদিসে কুদসির ব্যাপারে এমন কোন ঘোষণা নেই।

৫. অপবিত্র অবস্থায় আল-কুরআন স্পর্শ করা হারাম, কিন্তু হাদিসে কুদসি স্পর্শ করা যায়।

• হাদিসে কুদসি ও হাদিসে নববীর মধ্যে পার্থক্য

১. যে হাদিসের ভাব আল্লাহর, ভাষা রাসূলের তাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি। আর যে হাদিসের ভাব ও ভাষা দুটোই রাসূলের, তাকে বলা হয় হাদিসে নববী।

২. যে হাদিসে আল্লাহ বলেছেন/আল্লাহ নির্দেশ করেছেন ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে তাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি।

পক্ষান্তরে রাসূল ﷺ এর কথা কাজ ও মৌনসম্মতিই হাদিসে নববী।

• হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য

হাদিস আরবি শব্দ। পরিভাষায়, মহানবী ﷺ এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিই হাদিস।

সুন্নাত হল রাসূল ﷺ-এর বাস্তব কর্মনীতি, কথা, কাজ, অনুমোদনকেই সুন্নাত বলে ।

icsbook.info

- **আশারায়ে মুবাশশারাহ : একসাথে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী**

১. হজরত আবু বকর ইবনু আবি কুহাফা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
২. হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৩. হজরত উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৪. হজরত আলী ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৫. হজরত তালহা বিন ওবায়দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৬. হজরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৭. হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৮. হজরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৯. হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
১০. হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

- **অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ**

১. হজরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু - ৫৩৭৪
২. হজরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা - ২২১০
৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু - ১৬৬০
৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু - ১৬৩০
৫. হজরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু - ১৫৪০
৬. হজরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু - ১২৮৬
৭. হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু - ১১৭০

- **উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস**

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রাহ.)
২. শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাহ.)
৩. হোসাইন আহমাদ মাদানি (রাহ.)
৪. মুফতি আমিমুল ইহসান (রাহ.)
৫. আল্লামা আযিযুল হক (রাহ.)

icsbook.info

ইলমে তাজবিদ

(عِلْمُ التَّجْوِيْد) তাজবিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ সুন্দরকরা ও সাজানো। পারিভাষিক অর্থে যে ইলমের মাধ্যমে কুরআনুল কারিমের প্রতিটি মাখরাজ ও সিফাত যথাযথভাবে জানা যায় তাকে ইলমে তাজবিদ বলা হয়।

• লাহান (ভুল তিলাওয়াত)

তাজবিদের নিয়ম-কানূন লংঘন করে আল-কুরআন তিলাওয়াত করাকে লাহান বলা হয় ।

লাহান দুই প্রকার : ১. লাহানে জলি বা স্পষ্ট ভুল ২. লাহানে খফি বা অস্পষ্ট ভুল ।

১. লাহানে জলি: তিলাওয়াতের সময় এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়া যেমন (قُلْ) (كُلْ) পড়া, অথবা এক হরকতের স্থলে অন্য হরকত পড়া (اَنْعَمْتَ) এর জায়গায় (اَنْعَمْتُ)

২. লাহানে খফি: মদ, নুনে সাকিন ও তানবিন ইত্যাদিতে ভুল করা-এতে তেলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। যেমন, (اَنْتَ) এর নুনে সাকিনকে ইকফা না করে ইযহার করে পড়া। এতে অর্থের পরিবর্তন হয় না এবং নামাজ নষ্ট হয় না।

• মাখরাজ পরিচিতি

আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে । মাখরাজ- ১৭টি

এই ১৭টি মাখরাজ ৫ স্থানে অবস্থিত।

(ক) কণ্ঠনালী (খ) জিহ্বা (গ) উভয় ঠোঁট (ঘ) নাকের বাঁশি (ঙ) মুখের খালি জায়গা।

• কণ্ঠনালী ৩টি মাখরাজে ৬টি হরফ

১ নং মাখরাজ: হলকরে শুরু হতে- (هَمْزَة.هَاء)

২. হলকের মধ্যখান হতে ح ع (عَيْن-حَاء)

৩. হলকের শেষভাগ হতে- خ غ (غَيْن-خَاء)

icsbook.info

- জিহ্বা হতে ১০টি মাখরাজে ১৮টি হরফ (حَرف)

৪. জিহবার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ق (قَاف)

৫. জিহবার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে- ك (كَاف)

৬. জিহবার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে,

ج ش ي (جِيْم-شِيْن-يَاء)

৭. জিহবার গোড়ার কিনারা সামনের উপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে- ض (ضَاد)

৮. জিহবার আগার কিনারা সামনের উপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে- ل (لَام)

৯. জিহবার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ن (نُوْن)

১০. জিহবার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ر (رَاء)

১১. জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়েঃ

ت د ط (طَا-دَال-تَاء)

১২. জিহবার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে-

ز س ص (صَاد-سِيْن-زَاء)

১৩. জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে-

ث ذ ظ (ظَاء-ذَال-ثَاء)

১৪. নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ف (فَاء)

১৫. দুই ঠোঁট হতে (ওয়াও উচ্চারণরে সময় দুই ঠোঁট গোল হবে):

م ب و (وَاوْ-بَاء-مِيْمُ)

icsbook.info

১৬. মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের হরফ উচ্চারিত হয়। মাদ্দের হরফ তিনটি। ওয়াও, আলিফ ও ইয়া। যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও এবং জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া। মাদ্দের হরফ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- بَا بُوْ بِيْ

১৭. নাকের বাঁশি হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। আন্না, ইন্না, আম্মা ইত্যাদি। اِنَّ اَنَّ اَمَّ

- হরফে হালকি ৬ টি ء ه ع ح غ خ
- হরফে শাফভি 4 টি- ب ف م و
- হরফে ওয়াসতি ১৮টি ق ك ج ش ي ض ل ن ر ط د ت ص س ز ظ ... ث

- **নূন সাকিন ও তানবিন**
- নূন সাকিন ও তানবিনের চারটি বিধান রয়েছে

১. ইযহার إِظْهَارْ (স্পষ্ট করা) ৩. ইদগাম إِدْغَامْ (মিল করা)

২. ইকলাব إِقْلَابْ (বদল করা) ৪. ইখ্‌ফা إِخْفَاءْ (গোপন করা)

১. ইযহার (إِظْهَارْ): ইযহার অর্থ আওয়াজকে স্পষ্ট করে পড়া। ইযহারের হরফ ছয়টি, যথা : ء ه ح خ ع غ

নূন সাকিন বা তানবিনের পরে এই ছয়টি হরফের (হরফে হালকি) কোন একটি হরফ থাকলে نْ নূন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ ও ইখফা ছাড়াই নিজ মাখরাজ থেকে স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে। نْ নূন সাকিন এর পরে যেমন- اَنْعَمْتَ এবং তানবিন এর পরে যেমন- سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

icsbook.info

২. **ইকলাব (إِقْلَابْ)** : ইকলাব অর্থ বদল করে পড়া। ইকলাবের হরফ একটি ب (বা) এই হরফ ن নূন সাকিন বা তানবিন এর পরে (ب) থাকলে ঐ (ن) নূন সাকিন বা তানবিনকে মিম (م) দ্বারা বদল করে ইখফা ও গুন্নাহ করে পড়তে হয়। (ن) নূন সাকিন এর পরে যেমন مِنْ بَعْدِ তানবিনের পরে যেমন. (سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ)

৩. **ইদগাম (إِدْغَامْ)** : ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া ।

ইদগামের হরফ ছয়টি (يَرْمَلُوْنَ) ى.ر.م.ل.و.ن

ن নূন সাকিন বা তানবিন এর পরে ইদগামের এই ছয়টি হরফের কোন একটি অক্ষর আসলে ঐ ن নূন সাকিন বা তানবিনকে পরবর্তী অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলে।

- **ইদগাম দুই প্রকার :**

(১) ইদগামে বাগুন্নাহ, (২) ইদগামে বেলাগুন্নাহ

১. **ইদগামে বাগুন্নাহ:** ইদগামে বাগুন্নাহর হারফ চারটি (ى م و ن) এই চার হারফের কোন একটি হরফ ن নূন সাকিন বা তানবিন এর পরে আসলে ن নূন সাকিন বা তানবিনকে (নুনের সহিত) গুন্নাহর সহিত মিলিয়ে পড়তে হয়। ن সাকিন এর পরে যেমন। ان يضرب। তানবিন এর পরে যেমন- حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ

২. **ইদগামে বেলাগুন্না:** ইদগামে বেলাগুন্নার হরফ দুইটি, (ر.ل)

নুনে সাকিন বা তানবিনের পর (র, লাম) এর যে কোন একটি বর্ণ এলে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়।

যেমন-(فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ)

icsbook.info

উল্লেখ্যঃ যখন নূন সাকিন বা তানবিন এবং ইদগামের অক্ষর একই শব্দে পাওয়া যাবে তখন ইদগামের এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। যেমন- (. قِنْوَانٌ صِنْوَانٌ)

৪. **ইখফা** (إِخْفَاءُ): ইখফা অর্থ গোপন করা । ইখফার হুরফ ১৫টি যথা: ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূন সাকিন বা তানবিনের পর উক্ত ১৫ হারফের কোন একটি হুরফ থাকলে গুন্নাহর সাথে ইখফা করে পড়তে হয়। ن এর পরে যেমন - فَأَنْذَرْتُكُمْ

তানবিন এর পরে যেমন- خَيْرًا كَثِيْرًا

- **মিম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি**

মিম সাকিন ৩ প্রকার

১. ইফখা (إِخْفَاءُ) ২. ইদগাম(إِدْغَامُ) ৩. ইজহার(إِظْهَارُ)

১. ইফখা (إِخْفَاءُ) : মিম সাকিনের পরে (بِ) বা বর্ণ থাকলে গুন্নাহ সহ ইখফা করে পড়তে হয় । যেমন وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

২. ইদগাম (إِدْغَامُ) : মিমে সাকিনের পরে (مِ) মিম বর্ণ এলে ইদগাম গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ

৩. ইজহার (إِظْهَارُ) : মিম সাকিনের পর (بِ)বা ও (مِ) মিম ছাড়া অন্য যে কোন হরফ থাকলে ইখফা ও গুন্নাহ ছাড়া ইযহার বা স্পষ্ট করে পড়তে হয় । যেমন (لَمْ يَكُنْ–اَلَمْ نَشْرَحْ)

icsbook.info

- **ওয়াজিব গুন্নাহ**

হরকতের বাম পাশে (ن) নূন ও (م) মিম হুরফ ২টি দু'টির কোন একটি তাশদিদযুক্ত হলে গুন্নাহ করা জরুরি। তাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। এক্ষেত্রে গুন্নাহর পরিমাণ এক আলিফ। গুন্নাহ নাকের বাঁশি ইতে উচ্চারিত হয়। গুন্নাহকে অনেকটা চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ করে পড়তে হয় যেমন, عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ

তাছাড়া কুরআনে আরও দুই প্রকার গুন্নাহ আছে ১. নূন সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ ২. মিম সাকিনের গুন্নাহ

- **পোর ও বারিক (চিকন ও মোটা)**

নিম্নলিখিত বর্ণগুলো অবস্থাভেদে পোর ও বারিক করে পড়তে হয় ।

১. র (راء) ২. (আল্লাহু) শব্দের লাম (اَللّٰهُ)

* আল্লাহ শব্দের লাম (اَللّٰهُ) উচ্চারণের বিধান দুইটি :

১. আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের লামের (اَللّٰهُ) ডানে যদি জবর কিংবা পেশ থাকে তবে উক্ত লামকে (اَللّٰهُ) সব সময় মোটা করে পড়তে হয় । পোর মানে মোটা করে পড়া যেমন– اَرَادَاللّٰهُ رَفَعَهُ اللّٰهُ

২. আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের লামের ডানে যদি জের বা কাসরাহ থাকে তবে উক্ত লামকে (اللّٰه) বারিক বা চিকন করে পড়তে হয় । যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ - لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ

আল্লাহ (اللّٰه) শব্দের লাম (لام) অক্ষর ছাড়া যত লাম অক্ষর রয়েছে তার ডানে যে কোন হরকত হোক না কেন সর্বাবস্থায় তা বারিক বা চিকন করে পড়তে হয় । যেমন- لا تُقَاتِلُوْنَ وَمَالَكُمْ

* র (راء) হরফ ৫টি অবস্থায় পোর বা মোটা করে পড়তে হয় ।

icsbook.info

১.র (راء) এর ওপর জবর বা পেশ হলে উক্ত র (راء) পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন - رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - رُبَمَا يَوَدُّ

২. র (راء) বর্ণ সাকিন ও তার পূর্ব বর্ণ পেশ বা জবরযুক্ত হলে উক্ত 'র' (راء) কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয় । যেমন - اُرْكُضُوْا - يَرْجِعُوْنَ

৩. 'র' (راء) সাকিন ও তার পূর্বে (كسره عارضى) ক্ষণস্থায়ী যের বিশিষ্ট বর্ণ হলে ঐ 'র' (راء) বর্ণকে মোটা বা পোর করে পড়তে হয় । যেমন - اِنِ ارْتَبْتُمْ - مَنِ ارْتَضَى

৪. 'র' (ر)এর পূর্ব বর্ণ যদি যের যুক্ত হয় এবং তার পরবর্তী অক্ষর নিম্নোক্ত ৭টি অক্ষরের যে কোন একটি হয় তবে ঐ 'র' (راء) কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। হারফগুলো হল, ق ،غ ،خ ،ظ ،ط ،ض ،ص এগুলোকে হারফে মুস্তালিয়া বলে। যেমন - مِرْصَادٌ - قِرْطَاسٌ - فِرْقَةٌ

৫. ওয়াকফ অবস্থায় 'র' (راء) সাকিনের পূর্বে ইয়া (ياء) ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ সাকিন হলে এবং সাকিনের পূর্ব বর্ণে যবর অথবা পেশ হলে উক্ত 'র' (راء) কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয় । যেমন- صُدُوْرٌ شَهْرٌ - خُسْرٌ

- **চার অবস্থায় 'র' (راء) বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়**

১.'র' (راء) বর্ণ যেরযুক্ত হলে বারিক করে পড়তে হয় । যেমন। رِجَالٌ - رِكْزًا

২.'র' (راء) বর্ণ সাকিন পূর্ব ও পূর্ববর্তী বর্ণ যের বিশিষ্ট হলে ঐ 'র ' (راء) কে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয় । যেমন سَيْرٌ - خَيْرٌ

৩. 'র'(راء) বর্ণ ওয়াকফের কারণে জযম বিশিষ্ট হলে এবং তৎপূর্বে 'ইয়া'

icsbook.info

(ياء) ভিন্ন অন্য কোন সাকিন বর্ণের পূর্বের বর্ণ যের বিশিষ্ট হয় তা হলে ‘র’ (راء) কে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয় । যেমন - ذِكْر شِعْر

৪. ‘র’ (راء) বর্ণ ওয়াকফের কারণে সাকিন বিশিষ্ট হলে এবং তৎপূর্বে ‘ইয়া’ (ياء) ভিন্ন অন্য কোন সাকিন বর্ণের পূর্বের বর্ণ যের বিশিষ্ট হয় তা হলে ঐ ‘র’ (راء) কে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয় । যেমন-خَيْرٌ

- **মাদ :**

টেনে বা দীর্ঘ করে পড়ার নাম মাদ।

- **মাদের হরফ তিনটি : ا و ى**

১. যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (ا)

২. যেরের বাম পাশ জযম ওয়ালা ইয়া (يْ)

৩. পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (وْ)

- **মাদ ১০ প্রকার**
- **এক আলিফ মাদ ৩ প্রকার**

১. মাদ্দে তাবায়ি (مد طبعي) : যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও, যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া হলে তাকে মাদ্দে তাবায়ি বলে। এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। (ا وْ يْ) যেমন- بَا-بُوْ- بِيْ- تَا-تُوْ-تِيْ

২. মাদ্দে বদল (مد بدل): মাদ্দের হরফের পূর্বে হামযা এলে তাকে মাদ্দে বদল বলে। একে এক আলিফ লম্বা করিয়া পড়তে হয়, যেমন- ايمانا

icsbook.info

৩. মাদ্দে লিন (مد لين) : হরফে লিনের বাম পার্শ্বে ওয়াকফ অবস্থায় সাকিন হলে তাহাকে মাদ্দে লিন বলে। লিনের হরফ ২টি।

১. যবরের বামে জযম ওয়ালা 'ওয়াও' وْ

২. যবরের বামে জযম ওয়ালা ইয়া يْ

ইহাকে এক আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়, যেমন- بَيْتٌ خَوْفٌ سَيْلٌ । মাদ্দে লিন ২/৩ আলিফ টানিয়া ও পড়া যায় ।

- **তিন আলিফ মাদ ২ প্রকার**

১.মাদ্দে আরজি (مد عارضى) : মাদ্দের হরফের বাম পাশ্বে ওয়াকফের হালতে সাকিন হলে উহাকে মাদ্দে আরজি বলে। ইহাকে তিন আলিফ লম্বা করিয়া পড়তে হয়। যেমন- تَعْلَمُوْنَ।

২. মাদ্দে মুনফাছিল (مد منفصل) : মাদ্দের হরফের বাম পার্শ্বে আলিফের হালতে অন্য শব্দে 'হামজাহ '(ء) উপরের চিহ্ন (ٓ) হবে তাহাকে মাদ্দে মুনফাছিল বলে। ইহাকে তিন আলিফ লম্বা করিয়া পড়তে হয়। যেমন- اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ ।

- **চার আলিফ মাদ ৫ প্রকার**

১. মাদ্দে মুত্তাছিল (مد متصل) : মাদ্দের হরফের বাম পার্শ্বের একই শব্দে 'হামজাহ' (ء) হলে (উপরে থাকলে ...) তাহাকে মাদ্দে মুত্তাছিল বলে। ইহাকে চার আলফি লম্বা করয়িা পড়তে হয। যেমন- اُوْلٰٓئِكَ ।

২. মাদ্দে লাযেম (مد لازم) : হরফে মদের বাম পার্শ্বে সাকিন এলে তাহাকে মাদ্দে লাযেম বলে। ইহা চার আলিফ লম্বা করয়া পড়তে হয় । যেমন - دَآبَّةٌ ।
মাদ্দে লাযেম ৪ প্রকার যথা

icsbook.info

১. মাদ্দে লাযেম কালমি মুসাক্কাল (مد لازم كلمى مثقل) : শব্দের মধ্যে তাশদিদযুক্ত সাকিন আসে তবে তাহাকে মাদ্দে লাযেম কালমি মুসাক্কাল বলে। ইহাকেও চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- تَامُرُوْنِّى

২. মাদ্দে লাযেম কালমি মুখাফ্ফাফ (مد لازم كلمى مخفف) : যদি শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পর সাকিন আসলি হলে তাহাকে মাদ্দে লাযেম কালমি মুখাফ্ফাফ বলে। ইহাকে চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়তে হয। যেমন- آٰلْئٰنَ।

৩. মাদ্দে লাযেম হরফি মুসাক্কাল (مد لازم حرفى مثقل) : যদি মাদ্দের হরফের পর হরফের পর তাশদিদ যুক্ত সাকিন হরফ থাকলে তাহাকে মাদ্দে লাযেম হরফি মুসাক্কাল বলে। ইহাকে চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- الٓمّٓ

৪. মাদ্দে লাযেম হরফি মুখাফ্ফাফ (مد لازم حرفى مخفف) : মাদ্দের অক্ষরের পর তাশদীদযুক্ত কোন বর্ণ না থাকলে তাকে মাদ্দে লাযেম হরফি মুখাফ্ফাফ বলে। ইহাকে চার অলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন صٓ

- **কলকলার হরফ কয়টি**

কলকলার আওয়াজ লাফাইয়া উপরের দিকে যায় । শুনিতে যবরের মত শুনায় । اَبْ . اَجْ

কলকলার হরফ (৫) টি (ق ط ب ج د) (قطب جد)

আল-কুরআনে তিন প্রকারের গুন্নাহ আছে। (ক) ওয়াজিব গুন্নাহ (খ) নুনে সাকিন ও তানবিনের গুন্নাহ (গ) মি-মে সাকিনের গুন্নাহ।

- **অজুর ফরজ ৪টি**

১। সমস্ত মুখ ধোয়া।২। দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।
৩। মাথা মাসাহ করা।৪। দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

icsbook.info

- **গোসলের ফরজ ৩টি**

১. গরগরার সহিত কুলি করা। (কণ্ঠনালী পর্যন্ত)

২. নাকে পানি দেওয়া। (নরম জায়গা পর্যন্ত)

৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

- **তায়াম্মুমের ফরজ ৩টি**

১. নিয়্যাত করা।

২. সমস্ত মুখ একবার মাসাহ করা।

৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসাহ করা।

- **নামাজের ফরজ ১৩টি**
- **নামাজের বাহিরে ৭টি:**

১.শরীর পাক ২.কাপড় পাক ৩. নামাজের জায়গা পাক ৪. সতর ঢাকা ৫. কিবলামুখী হওয়া ৬. সময় মত নামাজ পড়া ৭. নামাজের নিয়ত করা।

- **নামাযের ভিতরে ৬টি:**

১.তাকবীরে তাহরীমা ২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ৩. কিরাত পড়া ৪. রুকু করা ৫. সিজদা করা ৬. শেষ বৈঠক করা।

- **রোজার ফরজ দুইটি**

১.নিয়ত করা ২. সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

- **অজু ভঙ্গের কারণ ৭ টি**

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বাহির হওয়া।

২. মুখ ভরে বমি হওয়া।

৩. শরীরের ক্ষত স্থান হতে রক্ত পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

icsbook.info

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো।
৬. পাগল মাতাল অচেতন হলে।
৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে।

- **দোয়ায়ে কুনুত (১)**

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তোমার ওপর ঈমান আনিতেছি এবং তোমার ওপর ভরসা করিতেছি। তোমার উত্তম প্রশংসা করিতেছি। তোমার শোকর আদায় করিতেছি এবং কখনও তোমার নাশোকরি বা কুফরি করি না। যাহারা তোমার নাফরমানি করে তাহাদের সহিত আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (অন্য কারো ইবাদত করি না)। একমাত্র তোমার জন্য নামাজ পড়ি, তোমাকেই সিজদা করি (তুমি ছাড়া অন্য কাহারো জন্য নামাজও পড়ি না বা অন্য কাউকেও সিজদা করি না) এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হই। তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকি। তোমার রহমতের আশা করি। তোমার আজাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আজাব কাফেরদেরকে গ্রেফতার করিবে।

- **কুনুতে নাযেলা**

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّكَ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّي

icsbook.info

اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ انْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْيَهُوْدَ وَ النَّصَارٰي اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. (حِسْنِ حَسِيْن صـ ١٥٩-١٦٠)

- **জানাযা নামাজ পড়ার পদ্ধতি**

জানাযার নামাজ ৪ তাকবিরের সাথে পড়িতে হইবে। প্রথম তাকবিরের পরে সানা অথবা বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সূরা ফাতিহা পড়িবেন। দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দরূদে ইব্রাহিম পড়িবেন। তৃতীয় তাকবিরের পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবেন এবং চতুর্থ তাকবিরের শেষে সালাম ফিরাইবেন।

- **জানাযার ছানা :**

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহিমা অতি উচ্চ, তুমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

- **জানাযার দোয়া :** (বালেগদের জন্য)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۔

হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ,

icsbook.info

নারী সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিতদেরকে ইসলামে ওপর জীবিত রাখুন এবং মৃত্যুকালে ঈমানের ওপর মৃত্যু দিন।

- **জানাযার দোয়া :** (নাবালেগ ছেলের জন্য)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

হে আল্লাহ! ওহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী করো ও ওহাকে আমাদের পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ্য করো এবং ওহাকে আমাদের সুপারিশকারী ও গ্রহণীয় সুপারিশকারী বানাও।

- **জানাযার দোয়া :** (নাবালেগ মেয়ের জন্য)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

হে আল্লাহ! ওহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী করো ও ওহাকে আমাদের পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ্য করো এবং ওহাকে আমাদের সুপারিশকারী ও গ্রহণীয় সুপারিশকারী বানাও।

icsbook.info

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস

সহীহ নিয়ত

- আল-কুরআন

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ

১. তাদেরকে এছাড়া অন্য হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা যেন দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে- এটাই সঠিক মজবুত দীন। (সূরা বায়্যিনাহ-৯৮: ৫)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

২. যারা আখিরাতের চাষের জমি চায়, আমি তার কৃষিভূমি বাড়িয়ে দিই। আর যারা দুনিয়ার ক্ষেতফসল চায় তাকে দুনিয়া থেকেই কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখিরাতে তার কোনো হিস্যা নেই। (সূরা শুরা-৪২: ২০)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

৩. অপরদিকে মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহর বড়ই মেহেরবান। (সূরা বাকারা-০২: ২০৭) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা আলে ইমরান-২৯, সূরা নিসা-১৪৬, সূরা হুদ-১২৩, সূরা বনি ইসরাইল-১৮,১৯,৮৪, সূরা হাজ-৩৭, সূরা নামল-৭৮-৭৯, সূরা আহযাব-৩, সূরা দাহর-৯,

- হাদিস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ - (مُسْلِمٌ : بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ)

icsbook.info

১. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখেন। (মুসলিম: বাবু তাহরিমি জুলমিল মুসলিমি, ৪৬৫১)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى الدُّنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْاِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. (بُخَارِىْ: بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْىِ)

২. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরেই নির্ভর করে । আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরাত করে দুনিয়ার দিকে, তাকে অর্জন করার জন্য অথবা কোন মহিলার দিকে তাকে বিয়ে করার জন্য তাহলে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যই গণ্য হবে (বুখারী)

ঈমান

- **আল-কুরআন**

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۟

১. সময়ের কসম, নিশ্চয় আজ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।(সূরা আসর ১০৩:১-৩)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

২. তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে, এরপর এতে কোন সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে

icsbook.info

জিহাদ করেছে। এরাই সাচ্চা লোক। (সূরা হুজুরাত- ৪৯:১৫)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

৩. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখ, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল। (সূরা নিসা- ০৪:৭৬)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

৪. রাসূল ঐ হেদায়াতের উপর ঈমান এনেছেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাজিল হয়েছে এবং যারা এ রাসূলকে মানে তারাও ঐ হেদায়াতকে মন থেকে মেনে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে মানে। আর তারা বলেঃ আমরা আল্লাহর রাসূলগণের একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করি না, আমরা হুকুম শুনেছি আনুগত্য কবুল করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে গুনাহ মাফ চাই এবং আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা- ০২:২৮৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

৫. হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? (সূরা সফ-২)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা- ৩, ৬২, ৮৫, ২৫৬, ২৫৭, সূরা আলে ইমরান- ৮৪, ১৭৫, ১৭৯, সূরা নিসা- ২৫,৭৬, সূরা মায়েদা- ১,৮৭-৮৮, সূরা আনয়াম- ৪৮,৮২, সূরা আরাফ- ৯৬, সূরা আনফাল- ৪, সূরা ইউসুফ- ৬৩-৬৪. সূরা নাহল-৯৭,৯৯, সূরা মারইয়াম- ৯৬, সূরা হাজ্জ- ২৩. সূরা মু'মিনূন- ১-৩. সূরা নূর-৬২. সূরা যুমার- ১০. সূরা মোমেন- ৫১, সূরা হাদিদ-১২, সূরা হাশর-১০,২১, সূরা সফ- ২-৩,১১,১২, সূরা তাগাবুন- ২,৮,

icsbook.info

- হাদিস

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهٖ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مِنَ الْاِيْمَانِ أَنْ يُّحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ، مُسْلِمٌ: بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْاِيْمَانِ)

১. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী : বাবু মিনাল ঈমানি আন ইউহিব্বা লি আখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি, ১২) (মুসলিমঃ বাবুদ দালিলি আলা আন্না মিন খিছালিল ঈমান, ৬৪)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ (اَلْاِبَانَةُ الْكُبْرٰى لِاِبْنِ بَطَّةَ، صَحَّحَهُ الْاَلْبَانِىْ)

তাওহিদ

- আল-কুরআন

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۟

১. তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ। ঐ রহমান ও রাহিম ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। (সূরা বাকারা- ২:১৬৩)

وَهُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২. তিনিই এক আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা কাসাস- ২৮ঃ৭০)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

৩. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন। তিনিই আল্লাহ, (যিনি) একক (অদ্বিতীয়) আল্লাহ সবার কাছ থেকে অভাবমুক্ত (আর আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। কেউই তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়। (সূরা ইখলাস- ১১২:১-৪)

icsbook.info

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ
مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ
بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ
الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ •

৪. আল্লাহ ঐ চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি ঘুমান না, এমনকি তাঁর ঘুমের ভাবও হয় না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা তাদের অগোচরে আছে তাও তিনি জানেন। যা কিছু তাঁর জ্ঞানের মধ্যে আছে তা থেকে কিছুই তাদের আয়ত্তে আসতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে দিতে চান তাহলে আলাদা কথা। তাঁর শাসন আসমান ও জমিন জুড়ে আছে এবং এসবের দেখাশোনার কাজ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠতম। (সূরা বাকারা- ০২:২৫৫)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ • هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ
اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ • هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ •

৫. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রাহমান ও রাহিম। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, স্বয়ং শান্তি, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, সবার উপর বিজয়ী, নিজ হুকুম জারি করায় শক্তিমান এবং অহঙ্কারের অধিকারী। মানুষ তাঁর সাথে যে শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পর পরিকল্পনাকারী, তা বাস্তবায়নকারী ও সে অনুযায়ী রূপদাতা। সব ভালো নাম তাঁরই। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবিহ করছে। তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী। (সূরা হাশর- ৫৯:২২-২৪)

icsbook.info

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ২৯,১৬৩, সূরা আলে ইমরান- ১৮,২৬,৬২, সূরা মায়েদা-৭৩,৭৬. সূরা আনয়াম- ১৭,১৯,৪৬,৭৬-৭৮,১৬৪,১৭৩, সূরা আরাফ-৫৪, সূরা ইউনুস- ২২, সূরা রা'দ- ১৬, সূরা ইব্রাহিম- ৫২, সূরা নাহল-২২,৫১,৭৩, সূরা ত্বহা- ১৪,৮৪, সূরা আম্বিয়া- ২২,২৫, সূরা ম'মিনূন-৯১,৯২, সূরা নূর- ৪৪, সূরা নামল- ৬০, সূরা কাছাছ- ৭১,৭২, সূরা ইয়াছিন- ৩৩-৩৫, সূরা ছোয়াদ- ৬৫, সূরা মোমেন- ৬৫, সূরা হা-মিম আস সাজদা- ৬, সূরা যোখরুখ -৮৪, সূরা ক্বাফ -৭-৮, সূরা মুলক- ৩-৫,

- হাদিস

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ.

১. হযরত মু'য়াজ বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই কথা বলে সাক্ষ্য দেয়া। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২. অর্থ : হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর..........’’ ঘোষণা করেন, অতঃপর এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মারা যায় তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

রিসালাত

- আল-কুরআন

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ؕ

১. তিনিই ওই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন,

icsbook.info

যাতে (রাসূল) ঐ দ্বীনকে অন্য দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। আর এ বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (সূরা ফাতহ্-৪৮:২৮)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ•

২. (হে নবী!) আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না। (সূরা সাবা- ৩৪:২৮)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

৩.না, হে রাসূল! আপনার রবের কসম, এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না; যে পর্যন্ত এরা নিজেদের মতবিরোধের বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, তারপর যে ফয়সালাই আপনি দিন তা মেনে নিতে তাদের মন খুঁত খুঁত না করে এবং তা মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে। (সূরা নিসা-০৪: ৬৫)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

৪. দেখ! তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন। যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাতে তিনি কষ্ট পান। তিনি তোমাদের হিতকামী। ঈমানদারদের জন্য তিনি বড়ই স্নেহশীল ও রহমদিল। (সূরা তাওবা- ০৯:১২৮)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ط

৫. আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষদিনের আশা করে এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে। (সূরা আহযাব- ৩৩ঃ২১) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ১১৯, সূরা আলে ইমরান- ২০,৩১,৭৯,১১৪,১৪৪,১৬৪. সূরা নিসা- ৭৯,১৩,১৬৫, সূরা মায়েদা- ৬৭,৯২,৯৯, সূরা আনয়াম- ১২৪, সূরা আরাফ- ১৫,৫৯,৭৩,১৫, সূরা

icsbook.info

আনফাল- ২০, সূরা তাওবা- ১২৮, সূরা ইউসুফ- ৪৭,১০৯, সূরা রা'দ- ৭,৩০,৪০, সূরা ইব্রাহিম- ৪,৫,১০-১১, সূরা নাহল-৩৬,৮৪, সূরা বনি ইসরাইল- ১০৫, সূরা সাবা- ২৮. সূরা আম্বিয়া -১০৭, সূরা আহযাব - ৬,২১,৪০,৪৫-৪৬, সূরা ফাতের- ২৪, সূরা ইয়াছিন- ২-৩, সূরা হুজুরাত- ১, সূরা হাশর- ৭, সূরা সফ- ৬ ,

- হাদিস

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

১. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি (তথা আমার আদর্শ) তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হব। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ (اَلْإِبَانَةُ الْكُبْرٰى لِإِبْنِ بَطَّةَ، صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত দ্বীনের অনুগত না হবে। (ইবানাতুল কুবরা লিইবনি বাত্তাহ : ২১৯)

আখেরাত

- আল-কুরআন

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ•

১. আসলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলকে আমি তাদের চোখে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছি। তাই তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে। (সূরা নামল- ২৭:৪)

icsbook.info

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ • وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ •

২. অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল- ৯৯:৭-৮)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ •

৩. আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে, তারা দুনিয়াতে কী কামাই করে এসেছে। (সূরা ইয়াসিন- ৩৬:৬৫)

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ •

৪. এটা সেই দিন, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না এবং সেদিন ফয়সালার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে। (সূরা ইন্‌ফিতার- ৮২:১৯)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ • وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ • وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ • لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ •

৫. সেদিন মানুষ তার ভাই, মা, বাপ ও বিবি-বাচ্চাদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেককে একটি চিন্তা ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (সূরা আবাসা- ৮০:৩৪-৩৭) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৭২-৭৩, ১১৩, ১৫৪, ১৪৮, ১৬৫-১৬৭, ১৭৪, ২৫৪, ২৫৫, সূরা আলে ইমরান-৭০,৯৪,১৬৪,১৬৯-১৭১, সূরা আনয়াম-৩২,৯২, সূরা আরাফ- ৬,১৪৭, সূরা আনফাল- ৬৭, সূরা ইউনুস- ৩,৫-৬,২৭-৩০,৫৭, সূরা রা'দ- ৫, সূরা ইব্রাহিম- ৪৪-৪৫,৫১, সূরা হুদ- ১০৩, সূরা নাহল- ২২,৩০,৮৬,৮৭,৯৩, সূরা ম'মিনূন-৭৪, সূরা শুয়ারা- ৮৮,৮৯, সূরা নামল- ৪৪,৮৯-৯০, সূরা কাছাছ-৮৩, সূরা ইয়াছিন- ৩৩,৭৭-৭৮, সূরা হা-মিম আস সাজদা-৪৬,৪৮, সূরা শূ-রা- ২০,৪৬, সূরা হাদিদ- ২০,২১, সূরা জুমুয়াহ-৮, সূরা ক্বেয়ামাহ- ৩,৪,৩৭-৪০, সূরা এনফেতর- ১-৫,১৫-১৯, সূরা আলা -১৭, সূরা গাশিয়াহ- ১,৩, সূরা লাইল-১৩-১৪, সূরা তাকাসসুর-৮,

icsbook.info

- হাদিস

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهٖ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهٖ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَ أَنْفَقَهٗ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ ـ (اَلتِّرْمِذِيُّ: بَابُ مَاجَاءَ فِيْ شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

১. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন কোন আদম সন্তানের পা এক কদমও নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা না হবে। ১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? ৩. ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে? ৫. এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী : বাবু মাজা'আ ফি শানিল হিসাবি ওয়াল ক্বিসাসি, ২৩৪০)

সালাত

- আল-কুরআন

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ۔

১. তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ-২২ : ৪১)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا۔

২. (হে নবী!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামাজ কায়েম করুন। আর ফজরের (নামাজে) আল-কুরআন পড়ুন, কেননা ফজরে

icsbook.info

আল-কুরআন পড়ার সময় (ফেরেশতারা) হাজির থাকে। (সূরা বনি ইসরাইল-১৭:৭৮)

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ •

৩. সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকুকারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকু কর) (সূরা বাকারা-০২:৪৩)

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ • الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ •

৪. সবর ও নামাজ দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামাজ খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু ঐসব অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়, যারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আপন রবের সাথে দেখা করতেই হবে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা, ০২:৪৫-৪৬)

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ •

৫. (হে নবী!) আপনার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এব নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর জিকর এর চেয়েও বড় জিনিস। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা আনকাবুত-২৯ঃ৪৫)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা-৪৩,১১০,১২৫,১৩৮, সূরা নিসা-১০১-১০৩, সূরা মায়েদা-৬,১২,৫৫, সূরা তাওবা-৫,১১,৭১, সূরা হুদ-১১৪, সূরা বনি ঈসরাইল-৭৮-৭৯, ১১০, সূরা ত্বহা-১৩০-১৩২, সূরা আম্বিয়া- ৭৩, সূরা ম'মিনূন-২, সূরা নূর- ৩৭, সূরা ফুরকান-৬৩-৭৪, সূরা আনকাবুত- ৪৫, সূরা রোম-৩৯,৫৫, সূরা জুমুয়াহ-৯, সূরা মাউন-৪-৫

- হাদিস

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (بُخَارِىْ : بَابُ صِفَةِ النَّارِ)

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

icsbook.info

বলেছেন, (গরমকালে যুহরের নামাজ গরমের প্রচন্ডতা কমলে) নামাজ ঠান্ডার সময় পড়। কেননা গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের শ্বাস থেকেই উৎসারিত। (বুখারীঃ বাবু ছিফাতিন নারি, ৩০১৯)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً۔ (بُخَارِىْ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، (مُسْلِمْ: بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيْدِ فِى التَّخَلُّفِ عَنْهَا)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একাকী নামাজ পড়ার চাইতে জামাআতে নামাজ পড়ার ফজিলত সাতাশ গুণ বেশি। (বুখারীঃ বাবু ফাদলি সালাতিল জামাআতি, ৬০৯; মুসলিমঃ বাবু ফাদলি সালাতিল জামাআতি, ১০৩৮)

যাকাত

- **আল-কুরআন**

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ

১. যারা জাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। (সূরা মুমিনূন- আয়াতঃ ২৩:৪)

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

২। সালাত কায়েম কর জাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকুকারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকু কর)। (সূরা বাকারা- আয়াতঃ ০২:৪৩)

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ

৩। যারা জাকাত আদায় করে না, তারাই আখেরাত অস্বীকারকারী। (সূরা হামিম আস সাজদাহ- আয়াতঃ ৪১:৭)

এছাড়া সূরা বাকারা- ৮৩,২৩,১৭৭,২১১,২৬১,২৭১,২৭৩,২৭৪,২৭৭. সূরা মায়েদা- ১২, সূরা মারইয়াম- ৩১,৫৫, সূরা মুমিনুল- ১৪, সূরা ফাতির-২৯,৩০, সূরা রুম- ৩৯, সূরা মা'আরিফ- ২৪,২৫। ইমরান- ৯২, সূরা তওবা- ৪১, ৩৪, ৩৫।

icsbook.info

- **হাদিস**

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ، مُسْلِمْ : بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ)

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামাজ কায়েম করার জন্য, জাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারী: বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি আদ দ্বীনু আন নাসিহাতু, ৫৫; মুসলিমঃ বাবু বায়ানি আন্নাদ দ্বিনা আননাসিহাতু, ৮৩)

সাওম

- **আল-কুরআন**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ•

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের নবীগণের উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছিল। এর ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ পয়দা হবে। (সূরা বাকারা ০২:১৮৩)

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ•

২. কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোজা। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে সে অন্য সময় যেন এ দিনগুলোর রোজা আদায় করে নেয়। আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম (হয়েও রোজা রাখে না) তারা যেন 'ফিদ্ইয়া' দেয়। এক রোজার ফিদইয়া হলো একজন মিসকিনকে খাওয়ানো।

icsbook.info

যদি তোমরা বুঝ তাহলে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো। (সূরা বাকারা-০২:১৮৪)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ•

৩. রমজান ঐ মাস, যে মাসে আল-কুরআন নাজিল করা হয়েছে; যা মানুষের জন্য পুরোটাই হেদায়াত, যা এমন স্পষ্ট উপদেশে পূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। তাই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাস পায় তার অবশ্য কর্তব্য, সে যেন পুরো মাস রোজা রাখে। আর যে অসুস্থ্ বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য সময় ঐ দিনগুলোর রোজা করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তা তিনি চান না। তোমাদেরকে এ জন্যই এ নিয়ম দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন এর জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করতে পার এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পার। (সূরা বাকারা-০২:১৮৫) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা কদর- ১,৫, সূরা দুখান-২-৫, সূরা বাকারা ৯৯, ৯৬, ১২৫, ১৫৮, ১৯৫, ১৯৭, সূরা আলে ইমরান- ৯৬,৯৭, সূরা মায়েদা- ১,৯৫,৯৬, সূরা তাওবা-৩, সূরা হজ- ২৬-২৭,২,২৯, সূরা ফাতাহ- ২৭,

- হাদিস

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ (بُخَارِیْ: بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ اِحْتِسَابًا مِنَ الْاِيْمَانِ. مسلم: باب التَّرْغِيْبِ فِیْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ)

১. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক রমজান মাসের রোজা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে তার

icsbook.info

পূর্ববর্তী সকল গুনা ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারীঃ বাবু সাওমি রামাদানা ইহতিসাবান মিনাল ঈমান, ৩৭; মুসলিম বাবুত তারগিব ফি ক্বিয়ামি রামাদানা, ১২৬৮)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَ شَرَابَهٗ. (بُخَارِيْ: بَابُ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ)

২. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারল না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, বাবু মান লাম ইয়াদা' ক্বাওলায যূরিঃ ১৭৭০)

হজ

- **আল-কুরআন**

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

১. আর আপনি সকল মানুষের হজের জন্য ডাক দিন। তারা (এ ডাকে সাড়া দিয়ে) দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটে চড়ে আসবে। (সূরা হাজ- ২২:২৭)

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

২. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে গণ্য। তাই যে আল্লাহর ঘরের হাজ বা উমরা করে, তাদের জন্য এ দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো কোনো গুনাহের কাজ নয়। আর যে নিজের মর্জি ও আগ্রহে কোনো ভালো কাজ করবে, আল্লাহর তা জানা আছে এবং তিনি এর মূল্য দেবেন। (সূরা বাকারা- ২:১৫৮)

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

icsbook.info

৩. তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারামের খেদমত করাকে ঐ লোকদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি এবং যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে? আল্লাহর কাছে তো এরা দুজন সমান নয়। আর আল্লাহ্ জালিম কাওমকে হেদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা-৯:১৯) উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরো দেখুন, সূরা বাকারা-১২৫, ১৯৬, ১৯৭-১৯৯, সূরা আলে ইমরান-৯৭, সূরা হজ-২৮-৩৭, সূরা আল ফাতাহ-২৭।

- হাদিস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ۔ (بُخَارِى: بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى (فَلَا رَفَثَ) مُسْلِمْ: بَابَ فُضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ)

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরে হজ করতে আসল, অতঃপর স্ত্রী সংগম করেনি, কোন প্রকার অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে তেমন পবিত্র হয়ে) ফিরে আসে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল। (বুখারী: বাবু ক্বাওলিল্লাহি "ফালা রাফাছা" ১৬৯০; মুসলিম: বাবু ফাদলিল হাজ্জি ওয়াল উমরাতি: ২৪০৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ ، مُسْلِمْ: بَابَ بَيَانِ كَوْنِ بَيَانِ كَوْنِ الْاِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالٰى اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন কবুল হওয়া হজ। (বুখারী: বাবু মান ক্বালা ইন্নাল ঈমানা হুয়াল আমালু, ২৫; মুসলিম: বাবু বায়ানি কাওনিল ঈমানি বিল্লাহি আফদালুল আ'মালি: ১১৮

icsbook.info

শাহাদাত

- আল-কুরআন

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

১. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বল না। এরা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হয় না। (সূরা বাকারা-০২:১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

২. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা তো আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের কাছে রিজিক পাচ্ছে। (সূরা আলে ইমরান-০৩:১৬৯)

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

৩. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তারা ঐসব লোকের সাথেই থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। তাঁরা হলেন-নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালিহ (নেক) লোকগণ। তাঁরা কতই না ভালো সাথী। (সূরা নিসা-০৪ঃ৬৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা-১৫৪, সূরা আলে ইমরান- ৭০,১৪০,১৫৭,১৬৯,১৯৫, সূরা নিসা- ৬৯,৭৪, সূরা হাজ-৫৮, সূরা মু'মিনূন- ২৮, সূরা ফুরকান- ৬৩-৭৪, সূরা আহযাব- ২৩, সূরা ইয়াছিন- ২৬, সূরা মোহাম্মদ-৪, সূরা হাদিদ-১৯, সূরা বুরুজ- ৮-৯।

- হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ.

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স থেকে বর্নিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা (বান্দাহর) শহীদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন, শুধুমাত্র ঋণ ব্যতীত। (মুসলিম)

icsbook.info

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللهُ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ۔

২. হযরত সাহাল ইবনে হানিফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শাহদাতের মর্যাদা দান করবেন । যদি সে ঘরে তার বিছানায় ও মৃত্যুবরণ করে (মুসলিম)

লক্ষ ও উদ্দেশ্য

- **আল-কুরআন**

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۝

১. আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা আন'আম- ০৬:৭৯)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

২. (হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সবরকম ইবাদত, আমার হায়াত, আমার মওত সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। (সূরা আন'আম- ০৬:১৬২)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ ؕ وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ۝

৩. অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। (সূরা বাকারা- ০২:২০৭)

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۝

৪. (আসল ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে,

icsbook.info

(দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মজবুত ওয়াদা-যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচা-কেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা (সূরা তাওবাহ- ০৯:১১১)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ•

৫. আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কারো গোলামির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (সূরা যারিয়াত- ৫১:৫৬)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন -সূরা বাকারা -১৪৩,১৬৫,২০৭, সূরা আলে ইমরান -১১০, নিসা- ৪৬, সূরা তাওবা- ১১১, সূরা মায়েদা- ৩৫, সূরা যুমার -২,১০,১১, সূরা হুদ- ৫০, আল বাইয়্যিনাহ- ৫,৮

- হাদিস

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ أَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ (اَبُوْ دَاوُدَ: بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى زِيَادَةِ الْاِيْمَانِ وَنُقْصَانِهٖ)

১. হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে (কাউকে) ভালোবাসল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, শত্রুতা পোষণ করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কিছু দান করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর দান থেকে বিরত থাকল তাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করল। (আবু দাউদ, বাবুদ দালিলি আলা যিয়াদাতিল ঈমানি ওয়া নুকসানিহি)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

২. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (মিশকাত)

icsbook.info

عَنِ عَبَّسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّاوَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا۔

৩. হযরত অব্বাস বিন মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে-ই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে, যে, আল্লাহকে রব, ইসলামকে জীবনব্যবস্থা (দ্বীন) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔

৪. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (মিশকাত)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

৫. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে এ কথার সাক্ষী দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (বুখারী)

দাওয়াত

- আল-কুরআন

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۝

১. (হে নবী!) হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে ডাকুন। আর তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে করুন। আপনার রবই বেশি জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে সরে আছে, আর কে সঠিক পথে আছে। (সূরা নাহ্ল- ১৬:১২৫)

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۝

২. তার চেয়ে আর কে উত্তম কথার অধিকারী হতে পারে যে (মানুষকে) ডাকে

icsbook.info

আল্লাহর পথে, সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত (হা-মিম আস-সাজদাহ- ৪১:৩৩)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

৩. হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুখবরদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে দাওয়াতদাতা বানিয়ে এবং উজ্জ্বল বাতি হিসাবে। (সূরা আহযাব- ৩৩: ৪৫-৪৬)

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ

৪. হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! ওঠ এবং সাবধান কর এবং তোমার রবের বড়ত্ব প্রচার কর। (সূরা মুদ্দাস্সির-৭৪:১-৩)

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ؕ وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝

৫. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। আর এমন কোন উম্মত গত হয়নি, যাদের মধ্যে কোনো সতর্ককারী আসেনি। (সূরা ফাতির- ৩৫:২৪)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বাকারা - ১৪০,২০৮, সূরা আল ইমরান- ১০৪, ১১০, সূরা মায়েদা-৬৭, সূরা ইউনুস- ২৫ সূরা ইউসুফ- ১০৮, সূরা ইব্রাহিম- ৫, সূরা বনি ইসরাইল- ৫৩, সূরা কাহাফ- ২৯, সূরা আরাফ- ৫৯,৭৩,৮৫,১৬৫, সূরা শূরা- ১৫,

- হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا۔ (بُخَارِيْ: بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوْا)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী, বাবু মা কানান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতাখাওয়ালুহুম বিল মাওইযাতি ওয়াল ইলমি কায় লা ইয়ানফিরু- ৬৭)

icsbook.info

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

২. হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির দাওয়াতে কেউ হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, তাহলে দা'য়ীর জন্য (পুরস্কার) প্রতিদান হল হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান। এতে তার অংশের কোন কমতি হয় না। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -

(بُخَارِىْ: بَابُ مَاذُكِرَ عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। আর বনি ইসলাইল সম্পর্কে আলোচনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী, বাবু মা যুকিরা আন বানি ইসরাইল, ৩২০২)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ - (ترمذى : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ)

৪. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বিরত রাখবে নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর গজব নাজিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (তিরমিযীঃ- ২০৯৫)

icsbook.info

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ -
(مُسْلِمٌ : بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْاِيْمَانِ)

৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের কথার দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকু না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা (পরিকল্পিত উপায়ে) এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। (বা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে) আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম (নিম্নতম) স্তর। (মুসলিম -৭০)

সংগঠন

- **আল-কুরআন**

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐসব লোককে পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো মজবুত দেয়াল। (আস্ সাফ্- ৬১: ০৪)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

২. তোমরা যেন ঐ লোকদের মতো হয়ে না যাও, যারা বহু দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট হেদায়াত পাওয়ার পরও যারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। যারা এমন আচরণ করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তি পাবে। (সূরা আলে ইমরান- ০৩: ১০৫)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

icsbook.info

৩. তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত যাদেরকে মানবজাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্যই তা ভাল ছিল। যদিও তাদের কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১১০)

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

৪. তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক তো অবশ্যই থাকা উচিত, যারা নেকি ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফল হবে। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১০৪)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪

৫. তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আল ইমরান-১০৩) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-১৪৩, সূরা আলে ইমরান -১০১,১০৩, সূরা নিসা -১৪৬,১৭৫, সূরা তাওবা -৭১, সূরা হাজ্জ- ৭৮, সূরা আহযাব- ২৩, সূরা শূ-রা- ১৩, সূরা ম'মিনূন- ৫২, সূরা সফ- ৪,১৪,

- হাদিস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ ۔(اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابٌ فِي النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيْرِ يَا خَيْلَ اللّٰهِ ارْكَبِيْ)

১. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন তিনজন ব্যক্তি সফরে থাকে, তখন যেন একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ: বাবুন ফিন নিদাই ইনদাল নাফিরি ইয়া খাইলাল্লাহির কাবী,২২৪২)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ

icsbook.info

رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ۔ اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابٌ فِيْ قَتْلِ الْخَوَارِجِ)

২. হযরত আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল (আবু দাউদ: বাবুনফী ক্বাতলিল খাওয়ারিজি- ৪১৩১)

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَإِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا أَنْ يَّرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى قَالَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ فَادْعُوْا الْمُسْلِمِيْنَ بِمَا سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ (مُسْنَدِ اَحْمَدَ: حَدِيْثُ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ)

৩. হযরত হারিসুল আশয়ারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ১. জামায়াতবদ্ধ হবে ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে ৩. তার আদেশ মেনে চলবে ৪. আল্লাহর পথে হিজরত করবে ৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, আর তোমাদের মধ্য হতে যে সংগঠন হতে বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল তবে যদি ফিরে আসে তা ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি (মানুষদেরকে) জাহেলিয়াতের দিক আহবান জানায় সে জাহান্নামি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, এরপরও? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে এরপরও জাহান্নামি হবে। তবে তোমরা মুসলমানদের ডাকো যেভাবে তিনি (আল্লাহ) তাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, মু'মিন এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে। (মুসনাদে আহমাদ: হাদিসুল হারিসিল আশয়ারী আনিন নাবিয়্যি, ১৬৫৪২)।

icsbook.info

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ۔

৪. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই, আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই। (আসার)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَرَقَ الْجَمَاعَةِ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔

৫. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্যকে অস্বীকার করত জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায় সে মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল (মুসলিম শরীফ)

প্রশিক্ষণ

- আল-কুরআন

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

১. তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে ছিল। (সূরা জুমুআ-৬২: ২)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۛ

২. যেমন (তোমরা এভাবে সফলতা লাভ করেছে) আমি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনান, তোমাদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলেন,

icsbook.info

তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদের ঐসব কথা শেখান, যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা- ০২: ১৫১)

وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ﴿ۚ﴾

৩. (ফেরেশতারা আগের কথার জের টেনে বলল) আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিবেন এবং তাওরাত ও ইনজিলের ইলম শেখাবেন। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ৪৮)

اَلرَّحْمٰنُ ﴿ۙ﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿ؕ﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿ۙ﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿﴾

৪. অতি বড় মেহেরবান আল্লাহ এ আল-কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। (সূরা আর-রাহমান-৫৫: ১-৪)

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿﴾

৫. এরপর আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর এসব জিনিসকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে (যে খলিফা নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে) তাহলে এসব জিনিসের নাম বল দেখি। (সূরা বাকারা-০২: ৩১)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বাকারা- ১২৯,১৫১,২৮২, সূরা নিসা-১১৩, সূরা রা'দ- ১৬, সূরা ফাতের-২৮, সূরা যুমার- ৯, সূরা রাহমান- ১-৪, সূরা মোজাদালাহ- ১১, সূরা জুমুয়াহ-২,

- হাদিস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّيْ مَقْبُوْضٌ. (تِرْمِذِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ، ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِيْ)

১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল-কুরআন এবং ফারায়েজ শিক্ষা গ্রহণ কর এবং মানুষকে শিক্ষা

icsbook.info

দাও। নিশ্চয়ই আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযী: বাবু মা জা'আ ফি তালিমিল ফারায়েযে, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন, ২০১৭)

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ۔(بُخَارِىْ: بَابُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ)

২. হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে, নিজে আল-কুরআন মাজিদ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, বাবু খায়রুকুম মান তায়াল্লামাল আল-কুরআন ওয়া আল্লামাহু: ৪৬৩৯)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّهٗ بَلَغَهٗ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ۔(مُؤَطَّا مَالِكِ: بَاب مَاجَاءَ فِىْ حُسْنِ الْخُلُقِ

৩. হযরত ইমাম মালেক (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে সুন্দর, বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (মুয়াত্তা মালেক, বাবু মা জা আফি হুসনিল খুলকি)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ

৪. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযি)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ۔

৫. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিকে দীনের কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

icsbook.info

- আল-কুরআন

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ

১. পড়ুন (হে রাসূল!) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি জমাট রক্তের পিণ্ড (ভ্রূণ) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা আলাক- ৯৬:১-৫)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۗ

২. যেমন আমি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের জানা নেই তা জানিয়ে দেয়। (সূরা আল বাক্বারাহ- ২:১৫১)

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৩. যখন তোমাদের সামনে আল-কুরআন পড়া হয়, তখন মনোযোগের সাথে তা শুন এবং চুপ থাক। সম্ভবত এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষিত হবে। (আল আ'রাফ-৭:২০৪)

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۝

৪. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন নিরক্ষর রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আমার নিদর্শন (আয়াত) সমূহ পেশ করবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও (হিকমত) কলা-কৌশল। (সূরা আল জুমুআ-৬২:২)

icsbook.info

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ•

৫. এ এক বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা এর আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বিবেকবানেরা সবক গ্রহণ করে। (সূরা সোয়াদ-৩৮:২৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা আলে ইমরান- ৭,১৮, (২৯০-২৯১), সূরা তাওবা- ১১২, সূরা রা'দ- ১৬,১৯ সূরা নাহল- ৪৪,৮৯, সূরা বনি ইসরাইল -৫৩, সূরা কাহ্ফ- ৭,৬৫,৬৬, সূরা ত্বহা- ১১৪, সূরা ম'মিনূন, সূরা হাজ্জ-৭৭, সূরা ফাতের-২৮, সূরা যুমার -৯,২৩ সূরা মুহাম্মদ- ২৪, সূরা নাজম -১৭,২৩, সূরা রাহমান-১-৪, সূরা মোজাদালাহ- ১১,

- হাদিস

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ـ (بَيْهَقِىْ: شُعَبُ الْاِيْمَانِ)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম (নর-নারীর) ব্যক্তির উপর ফরজ (বায়হাকী: শুয়াবুল ঈমান: ১৬১৪)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ (تِرْمِذِىْ: بَابُ اَفْضَلُ الْعِلْمِ)

২. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে। (তিরমিযি বাবু ফাদলি তলাবিল ইলমি-২৫৭১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ ـ (مُسْلِمٌ : بَابُ مَا يَلْحَقُ الْاِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهٖ)

icsbook.info

৩. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়াহ। ২. এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। ৩. এমন নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম, বাবু মা ইয়ালহাকুল ইনসানা মিনাছ সাওয়াবে বা-দা ওফাতিহি : ৩০৮৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ - (تِرْمِذِىْ : بَابُ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। (তিরমিযী, বাবু ফাদলি তলাবিল ইলমি: ২৫৭০)

ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ

- **আল-কুরআন**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ • تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ •

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যবসায়ের কথা বলব, যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আজাব থেকে বাঁচাবে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আন এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো, যদি তোমরা তা জান। (সূরা সাফ্-৬১:১০-১১)

وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ •

২. যে চেষ্টা-সাধনা করবে, সে তা নিজের ভালোর জন্যই করবে। নিশ্চয়ই গোটা সৃষ্টি জগতে কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নাই। (সূরা আনকাবূত-২৯: ৬)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

icsbook.info

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝

৩. তোমরা বের হও, হালকা অবস্থায়ই হোক আর ভারী অবস্থায়ই হোক এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি জানো তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো। (সূরা তাওবা-০৯: ৪১)

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا۝

৪. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা ঐসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের খাতিরে আল্লাহর পথে লড়াই করছ না, যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালিমদের এ জনপদ থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা কর। (সূরা নিসা-০৪: ৭৫)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا۝

৫. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখ, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল। (সূরা নিসা-০৪: ৭৬)

وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا۝

৬. আর দোয়া করো, যে আমার রব! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে নাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা বানী ইসরাইল-১৭:৮০) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন-সূরা বাকারা-৮৫, ১৯৩,২১৬,২১৮,২৫৬, সূরা

icsbook.info

আলে ইমরান- ১৩,১৪০-১৪৩,১৫১,১৫২-১৫৫,১৫৮,১৬৫-১৭১, সূরা নিসা- ৭৪,৮৪,৯৫,১০২. সূরা মায়েদা-৩৫,৫৪, সূরা আরাফ-৫৪. সূরা আনফাল- ১৫-১৮,৩৯,৪১-৪৮,৬০,৬৫, সূরা তাওবা -১৩-১৬,২০-২৬,৩৬,৩৮,৩৯,৭৩,১২৩, সূরা ইউনুস- সূরা ইউসুফ-৪০, সূরা হাজ-৩৯,৪১,৭৮, সূরা নূর- ৫৫, সূরা আনকাবুত-৬৯, সূরা আহযাব-২৫-২৭, সূরা শূ-রা- ১৩, সূরা মোহাম্মদ-৪,৭,২০, সূরা ফাতাহ-২৫, সূরা হুজরাত -১৫, সূরা হাদিদ-২৫, সূরা মোজাদালাহ- সূরা সফ-৪,১১,১৪,

- হাদিস

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُّ الْاَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ. (مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْاِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالٰى أَفْضَلُ الْاَعْمَالِ)

১. হযরত আবুযর গিফারী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ। (মুসলিম: বাবু বায়ানি কাওনিন ঈমানি বিল্লাহি তায়ালা আফদালুল আ'মালি- ১১৯)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى رَأْسِ الْاَمْرِ وَعُمُوْدِهِ وَذَرْوَةَ سَنَامِهِ أَمَّا رَأْسُ الْاَمْرِ فَالْاِسْلَامُ فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ وَأَمَّا عُمُوْدُهُ فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذَرْوَةَ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (مُسْنَدُ اَحْمَدَ: حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

২. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাকে দ্বীনের মূল সূত্র, তার খুঁটি এবং সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান দিব না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইতিবাচক সাড়া পেয়ে বললেন, দ্বীনের মূল হলো ইসলাম, সুতরাং যে ইসলাম গ্রহণ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, খুঁটি হলো সালাত এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। (মুসনাদে আহমাদ: হাদিস মুয়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু : ২১০৫৪)

icsbook.info

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ - (اَلنَّسَائِيْ : بَابُ وُجُوْبِ الْجِهَادِ)

৩. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ, হাত ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (নাসায়ীঃ বাবু উজুবিল জিহাদি: ৩০৪৫)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - (بُخَارِىْ : بَابُ الْغَدْوَةِ و الرَّوْحَةَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল ও একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী, বাবুল গাদওয়াতি ওয়ার রাওহাতি ফি সাবিল্লিহি: ২৫৮৩)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ اىُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (نَسَائِى : بَابُ فَضْلِ كَنْ تَكَلَّمَ بَالْحَقَّ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ)

৫. হযরত তারেক ইবনে শিহাব রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার জিনে পা রাখার সময় এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, উত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা। (নাসায়ী, বাবু ফাদলি মান তাকাল্লামা বিল হাক্কি ইনদা ইমামিন জায়িরিন : ৪১৩৮)

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ اَدْرَكَنِىْ أَبُوْ عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهِ عَلَى النَّارِ - (بُخَارِىْ : بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ)

৬. হযরত আবায়া ইবনে রিফায়া রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি জুময়ার দিকে যাওয়ার সময় আবু আবছের সাথে সাক্ষাৎ হলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে যার পদযুগল ধুলোয় মলিন হলো আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। (বুখারী, বাবুল মাশয়ি ইলাল জুময়াতি: ৮৫৬)

icsbook.info

আনুগত্য

- **আল-কুরআন**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۠

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! (যদি তোমরা সত্যি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে) আল্লাহকে মেনে চল এবং রাসূলকে মেনে চল। আর তোমাদের মধ্যে যাদের হুকুম দেয়ার অধিকার আছে তাদেরকেও (মানো)। তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনা বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং শেষ ফলের দিক দিয়েও এটাই ভাল। (সূরা নিসা-০৪: ৫৯)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চল। আর নিজেদের আমল নষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ-৪৭: ৩৩)

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

৩. যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম। (সূরা নূর-২৪: ৫২)

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ۚ

৪. আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের উপর রহমত করা হবে! (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৩২)

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৫. এসব আল্লাহর সীমা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে তাকে আল্লাহ এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনা বইতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর এটাই বড় সফলতা। (সূরা নিসা-০৪: ১৩)

icsbook.info

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা আলে ইমরান-৩১,৩২,১৪৪, সূরা নিসা-৬৯,৮০, সূরা মায়েদা -২,৯২, সূরা আনফাল-২০,২৪,২৭, সূরা নূর-৫১-৫৪,৬২, সূরা শূয়ারা-১৩১, সূরা আহযাব-৩৬,৭১, সূরা হুজুরাত-১৪,

- হাদিস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

১. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আনুগত্যের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং জা'মায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম, ইমারাহ, হাদিস নং ৫৩ (১৮৪৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ.

২. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো। (বুখারী: অধ্যায় ৫৬ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ১০৮ নেতার আদেশ শ্রবণ ও তার আনুগত্য করা, হাদিস নং-২৯৫৫)

পরামর্শ

- আল-কুরআন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

icsbook.info

১. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দোয়া করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৫৯)

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

২. আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও নামাজ কায়েম করে নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায় এবং তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছে তা থেকে খরচ করে। (সূরা শুরা-৪২: ৩৮)

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ۭ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

৩. তাদের বেশির ভাগ গোপন শলাপরামর্শেই কোন মঙ্গল থাকে না অবশ্য যদি কেউ গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য আদেশ করে অথবা কোন কাজ অথবা জনগণের মধ্যে সংশোধনমূলক কজের তাগিদ দেয় (তাহলে তা ভাল) আর যদি কেউ এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে তাহলে তাকে আমি বিরাট প্রতিদান দেবো। (সূরা নিসা-৪:১১৪) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বকারা -২৩৩,

- হাদিস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اُمَرَا ئُكُمْ خِيَارَكُمْ وَ اَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَائَكُمْ وَ اُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَ اِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَائَكُمْ وَ اُمُوْرُكُمْ اِلٰى

icsbook.info

نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔ (تِرْمِذِىْ : بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ . ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِىْ)

১. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভালো মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরিভাগ নিচের ভাগ হতে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযীঃ বাবু মা জা'আ ফিন নাহি আন সাব্বির রিয়াহি, ২১৯২, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ وَ قَالَ مَا تُشِيْرُوْنَ عَلَىَّ فِىْ قَوْمٍ يَسُبُّوْنَ اَهْلِىْ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى (وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ)

২. হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পরে তিনি বললেন, যারা আমার পরিবারের কুৎসা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আমার প্রতি তোমাদের কী পরামর্শ আছে? আমি কখনও তাদের মধ্যে কোনরূপ মন্দ কিছু দেখি নাই। (বুখারীঃ বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়ালা 'ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম' ৬৮২২)

ইহতেসাব

- **আল-কুরআন**

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ

১. লোকদের হিসাব-নিকাশের সময় খুব কাছে এসে গেছে। অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে পড়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। (সূরা আম্বিয়া-২১: ১)

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ

icsbook.info

২. আসলে সত্য হলো, এ কিতাব আপনার ও আপনার কওমের জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয় এবং এ জন্য তোমাদেরকে শিগগিরই জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা যুখরুফ-৪৩: ৪৪)

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

৩. এদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। এরপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮: ২৫-২৬)

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

৪. তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা তাকাসুর-১০২: ৮) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন-সূরা আরাফ- ৬, সূরা নাহল-৯৩, সূরা হুজুরাত-১০,১২

তাকওয়া

- **আল কুরআন**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ•

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে তেমনি ভয় কর, যেমন ভয় করা উচিত। আর মুসলিম অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (সূরা আলে ইমরান- ০৩: ১০২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ•

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল! প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহকে আরো ভয় করে চল। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সব আমলের খবর রাখেন। (সূরা হাশর-৫৯: ১৮)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ•

৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবনযাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে। (সূরা নাহ্‌ল-১৬: ১২৮)

icsbook.info

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ•

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১৩)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ•

৫. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও। (সূরা আত তাওবা ৯:১১৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা-১২৩,১৮৯,১৯৭, সূরা আলে ইমরান-২০০, সূরা নিসা-১,৭৭, সূরা মায়েদা-২,৪,৭, সূরা আনয়াম-১৫৫, সূরা তাওবা-১১৯, সূরা ম'মিনূন-৫২, সূরা নূর-৫২, সূরা শূয়ারা-১১০, সূরা আহযাব-১,৭০, সূরা হুজুরাত-১,১৩, সূরা হাদীদ-২৮, সূরা মোজাদালাহ-৯, সূরা হাশর-৭, সূরা তাগাবুন-১৬, সূরা তালাক-২,৪,৫, সূরা মুলক-১২

- হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا. (اَلسِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ لِلْأَلْبَانِيْ)

১. হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, হে আয়েশা ছোট-খাট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও, কেননা এর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। (সিলসিলাতুস সহীহা লিল আলবানী, ২৭৩১)

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ. (تِرْمِذِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ)

২. হযরত আতিয়া আসআ'দী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে গুনাহের আশঙ্কায় গুনাহ নেই এমন কাজও ছেড়ে দেবে। (তিরমিযী : বাবু মা জা আ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাউদ, ২৩৭৫)

icsbook.info

পর্দা

- **আল কুরআন**

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ•

১. (হে নবী!) মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম। তারা যা কিছু করে আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা নূর-২৪: ৩০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ•

২. হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদেরকে সালাম পাঠানো ছাড়া কখনও ঢুকবে না। এ নিয়ম তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে, তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে। (সূরা নূর-২৪: ২৭)

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۭ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ•

৩. যখন তোমাদের সন্তানরা সাবালক হয়ে যায় তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে, যেমনিভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে এসে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী। (সূরা নূর-২৪: ৫৯)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ○

৪. আর যারা (সফল মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা মুমিনূন-২৩: ৫)

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ۭ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ•

৫. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাজিল করেছি, যাতে

icsbook.info

তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হেফাযত ও সাজ-সজ্জা হয়। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভালো। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ নেবে। (সূরা আ'রাফ-০৭: ২৬) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-২২১. সূরা নিসা-২৩,২৫, সূরা মু'মিনূন-৫, সূরা নূর- ১৯,৩১,৫৮,৬০. সূরা আহযাব-৩২-৩৩,৫৩,৫৯,

- হাদিস

عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ اِصْرِفْ بَصَرَكَ.(اَبُوْ دَاوُدَ: بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهٖ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ)

১. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে কী করতে হবে? তিনি আমাকে বললেন (কাল বিলম্ব না করেই) তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। (আবু দাউদঃ বাবু মা ইউমার বিহি মিন গাচ্ছিল বাছার, ১৮৩৬)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتْبِعِ النَّظَرَ النَّظَرَ فَاِنَّ الْاُوْلٰى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ.(اَحْمَدُ: مُسْنَدُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

২. হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, (অপরিচিত নারীর প্রতি) একবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার, পরবর্তী দৃষ্টি তোমার নয়। (মুসনাদে আহমাদঃ মুসনাদে আলী (রা), ১২৯৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.(تِرْمِذِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। যখন সে (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে তখন শয়তান তাকে সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযীঃ বাবু মা জা'আফি কারাহিয়াতিদ দুখুলি আলাল মুগিবাতি, ১০৯৩)

icsbook.info

বাইয়াত

- **আল-কুরআন**

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

১. (হে রাসূল!) যারা আপনার হাতে বাইয়াত করছিল তারা (আসলে) আল্লাহর কাছে বাইয়াত করছিল, তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল। এখন যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করবে এর কুফল তার উপরই পড়বে। আর আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যে তা পূরণ করবে, আল্লাহ্ শিগগিরই তাকে বড় পুরস্কার দেবেন। (সূরা ফাত্হ-৪৮: ১০)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

২. (হে রাসূল!) আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, যখন তাকে গাছের তলায় আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। তাদের মনের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি তাদের উপর সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং পুরস্কার হিসেবে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (সূরা ফাত্হ-৪৮: ১৮)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৩. (আসলে ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্ব একটি মজবুত ওয়াদা-যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচাকেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা। (সূরা তাওবা-০৯: ১১১)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪. আপনি বলুন! আমার নামায, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ

icsbook.info

বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। (সূরা আল আন'আম ৬:১৬২)

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ•

৫. আর যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে (সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন হবে)। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকিদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-৩:৭৬) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, আলে ইমরান- ৭৭, সূরা নিসা- ৭৪, সূরা তাওবা ১১১, সূরা মুমতাহিন- ১২, সূরা নাহল- ৯১,

- হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهٗ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.(مُسْلِمْ : بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে খুলে ফেলল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে যে তার বলার কিছু থাকবে না, আর যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিমঃ বাবু উজুবি মুলাযামাতি জামায়াতিল মুসলিমিনঃ ৩৪৪১)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ . (بُخَارِيْ: بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْاِمَامُ النَّاسَ)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতাম শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর। আর তিনি আমাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করতে বলতেন। (বুখারীঃ বাবু কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাসা, ৬৬৬২)

icsbook.info

তাওবা

- আল-কুরআন

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১. তবে কি তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে মাফ চাইবে না? আল্লাহ তো বড়াই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা মায়িদা-০৫: ৭৪)

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۡ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২. যারা বদ আমল করে, তারপর তাওবা করে ও ঈমান আনে; নিশ্চয়ই আপনার রব তাওবা ও ঈমানের পর বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আ'রাফ-০৭: ১৫৩)

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

৩. অতঃপর যে জুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজকে সংশোধন করে নেয় নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা মায়িদাঃ ০৫: ৩৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুনসূরা আলে ইমরান -১৩৫, সূরা নিসা -১৭,১৮, সূরা নুর-৩১, সূরা শু'রা -৪২,

- হাদিস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ـ(تِرْمِذِىْ : بَابُ فِىْ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুও যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযীঃ বাবু ফি ফাদলিত তাওবাতি ওয়াল ইস্তেগফারি, ৩৪৬০)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَعَدْ أَضَلَّهٗ فِىْ أَرْضٍ فُلَاةٍ ـ(بُخَارِى : بَابُ التَّوْبَةِ)

icsbook.info

২. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহর তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল। (বুখারী বাবুত তাওবাতি, ৫৮৩৪)

মুমিনদের গুণাবলি

- **আল কুরআন**

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ

১. সাচ্চা ঈমানদার তো ঐসব লোক, যাদের দিল আল্লাহর কথা শুনলে কেঁপে ওঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে, যারা নামাজ কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। এরাই ঐসব লোক, যারা সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বড় মর্যাদা, গুনাহের ক্ষমা ও উত্তম রিজিক আছে। (সূরা আনফাল, ০৮: ২-৪)

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ الصّٰبِرِينَ وَالصّٰدِقِينَ وَالْقٰنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۚ

২. তারা ঐসব লোক, যারা বলেঃ হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ্ মাফ কর এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে বাঁচাও। এসব লোক ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, অনুগত, দানশীল ও শেষরাতে আল্লাহর কাছে গুণাহ্ মাফ চায়। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৬-১৭)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ

৩. মু'মিনরা তো একে অপরের ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে সুসম্পর্ক বহাল করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমাদের উপর দয়া করা হবে। (সূরা হুজুরাত: ৪৯: ১০)

icsbook.info

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ•

৪. আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কোন শক্তি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। কাজেই যারা সাচ্চা মুমিন তাদেরকে আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (সূরা আলে ইমরান: ০৩:১৬০)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ• الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ• وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ• وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ• وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ•

৫. অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে। যার তাদের নামাজে বিনয়ী ও ভীত থাকে। যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে। যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা মু'মিনূন ২৩:১-৫) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বাকারা-২৫৭, সূরা নিসা-৬৭, সূরা মায়েদা-৫১, সূরা তাওবা-১১১, ১১২, ১২২, সূরা রা'দ-২৮, সূরা ইব্রাহিম-২৭, সূরা নাহল-৯৭, সূরা মারইয়াম-৯৬, সূরা হাজ-৩৫, সূরা নূর-৫১,৫২,৫৫,৫২, সূরা ফুরকান-৬৩-৭৪, সূরা আনকাবুত-৭, সূরা রোম-৪৭, সূরা লোকমান-৩-৫,৮,৯,১৭-১৯, সূরা আহযাব-৩৫,৪৭, সূরা শূ-রা-৩৭-৩৯, সূরা হুজুরাত-৭,১০,১৫,

- হাদিস

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعَاطُفِهِمْ)

১. হযরত নুমান ইবনে বাশির রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল মুসলমান একই ব্যক্তি সত্তার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয়, তখনও

icsbook.info

গোটা শরীরই তা অনুভব করে। (মুসলিম: বাবু তারাহুমিল মুমিনীনা ওয়া তায়াতুফি হিম, ৪৬৮৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ. وَلَا يُؤْلَفُ۔ (مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ. بَابُ السَّلَامِ)

২. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি ভালোবাসা ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে কাউকে ভালোবাসে না এবং কারো ভালোবাসা পায় না। (মিশকাতুল মাসাবীহ: বাবুস সালাম, ৪৯৯৫)

ত্যাগ-কোরবানি

- **আল কুরআন**

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ•

১. (অপর দিকে) মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। (সূরা বাকারা-০২: ২০৭)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ•

২. তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা এমনিই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কারা আছে, যারা তাঁর পথে জিহাদ করে এবং (তাঁরই খাতিরে) সবর করতে পারে। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৪২)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ•

৩. আমি অবশ্যই ভয়, বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব। এসব অবস্থায় যারা সবর করে তাদেরকে সুখবর দাও। (সূরা বাকারা-০২: ১৫৫)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ• وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ

icsbook.info

قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ•

৪. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি শুধু এটুকু কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না। অথচ তাদের আগে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে, (ঈমান এনেছি বলার মধ্যে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক। (সূরা আনকাবুত-২৯: ২-৩)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ•

৫. কোন মুসিবত কখনো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জানেন। (সূরা তাগাবুন-৬৪: ১১)

- **হাদিস**

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِه كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ . (تِرْمِذِى: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন দ্বীনদারের জন্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত কঠিন হবে। (তিরমিযী: বাবু মা জা.আ আন সাব্বির রিয়াহী, ২১৮৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

২. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য বেহেশত। (মুসলিম)

icsbook.info

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

- **আল-কুরআন**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না। সন্তুষ্টচিত্তে লেনদেন করা উচিত। তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ তোমাদের উপর মেহেরবান। (সূরা নিসা-০৪: ২৯)

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২. তোমরা একে অপরের মাল বেআইনিভাবে খেয়ো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের মালের অংশ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য বিচারকদের নিকট দাবি পেশ করো না। (সূরা বাকারা-০২: ১৮৮)

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

৩. এবং তাদের মালের মধ্যে ভিখারি ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল। (সূরা যারিয়াত-৫১: ১৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

৪. যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিজিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিশ্চয়ই তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে, যার মধ্যে কখনো লোকসান হবে না। (এ ব্যবসায়ে তাদের সব কিছু লাগিয়ে দেয়ার কারণ এই যে) যাতে আল্লাহ তাদের বদলা পুরোপুরি তাদেরকে দিয়ে দেন এবং তাঁর মেহেরবানি থেকে আরো বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি গুনাহ মাফ করেন এবং নেক আমলের কদর করেন। (সূরা ফাতির-৩৫: ২৯-৩০)

icsbook.info

وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنۡ يَّغُلَّ ؕ وَ مَنۡ يَّغۡلُلۡ يَاۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفۡسٍ مَّا كَسَبَتۡ وَ هُمۡ لَا يُظۡلَمُوۡنَ•

৫. খিয়ানত করা কোনো নবীর কাজ হতে পারে না। আর যে খিয়ানত করে সে কিয়ামতের দিন তার খিয়ানতসহ হাজির হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেক লোকই তার কামাইয়ের পুরা বদলা পাবে এবং কারো উপর কোনো জুলুম করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৬১)

- হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ. (بَيْهَقِىْ: شُعَبِ الْاِيْمَانِ، ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِىْ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফরজ ইবাদাতের পরে হালাল রুজির সন্ধান করাও ফরজ। (বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান ৮৪৮২, আলবানী একে'দয়ীফ' বলেছেন)

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ (صَحِيْحُ اِبْنِ حِبَّانٍ: فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

২. হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনদের জন্য আমার ভালোবাসা তার নিজসত্তার চাইতেও বেশি। যে ব্যক্তি (মৃত্যুবরণের সময়) সম্পদ রেখে গেল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য। আর যে ব্যক্তি ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে গেল তার দায় দায়িত্ব আমার উপর। কেননা মুমিনদের প্রতি আমার ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি। (সহীহ ইবনু হিব্বান: ফাসলুন ফিস সালতি আলাল জানাযতি, ৩১২৭)

icsbook.info

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

- **আল কুরআন**

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ•

১. তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ-২২: ৪১)

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا•ۙ

২. হে রাসূল! আমি এ কিতাব হকসহকারে আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সে অনুযায়ী জনগণের মধ্যে ফয়সালা করেন। আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষ হয়ে ঝগড়া করবেন না। (সূরা নিসা-০৪: ১০৫)

وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا•

৩. এবং দোয়া করুন, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও, সত্যতার সাথেই নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে বের কর সত্যতার সাথেই বের কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন কোনো শক্তি দান কর, যে আমার সাহায্যকারী হবে। (সূরা বনি ইসরাইল- ১৭: ৮০)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ•

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। যিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে

icsbook.info

দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়ে চলে আসে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর হুকুমের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, হুকুমও তাঁরই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড়ই বরকতময়। (সূরা আ'রাফ-০৭: ৫৪)

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ۠

৫. (যদি তারা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরায়) তাহলে কি তারা আবার জাহিলিয়াতের বিচার-ফয়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর উপর ইয়াকিন রাখে, তাদের কাছে আল্লাহ থেকে কে বেশি ভালো ফয়সালাকারী হতে পারে? (সূরা মায়িদা-০৫: ৫০)

- হাদিস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (بُخَارِيْ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهُ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার নেতার মাঝে এমন কিছু দেখে যা অপছন্দনীয় সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য থেকে সামান্যতমও দূরে গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (বুখারীঃ বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি সাতারাওনা বা'দি উমুরান তুনকিরুনাহু, ৬৫৩০)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرَ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ وَاِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. (اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابٌ فِيْ تَنْزِيْلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ)

২. হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, আল-কুরআনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদঃ বাবুন তানজিলিন্নাসি মানজিলাহুম, ৪২০৩)

icsbook.info

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلَاثٌ اَخَافُ عَلٰى أُمَّتِيْ اَلْاِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْقَدْرِ. (اَحْمَدُ : حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ)

৩. হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের আশঙ্কা করি ১. তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা ২. শাসকদের পক্ষ থেকে অত্যাচার ৩. তাকদিরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। (আহ্‌মাদ: হাদিস জাবের ইবনে সামুরাতা, ১৯১৬)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

- আল-কুরআন

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ •

১. তোমাদের ঐসব জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস তা (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা নেকি হাসিল করতে পার না। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা আল্লাহর অজানা থাকবে না। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ৯২)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ •

২. যারা তাদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে এবং এরপর তা বলে বেড়ায় না ও কষ্ট দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই। (সূরা বাকারা-০২: ২৬২)

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ • وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ •

৩. আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে তোমরা খরচ কর। মৃত্যুর সময় সে বলে, হে আমার রব!

icsbook.info

আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না, তাহলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে শামিল হতাম। অথচ যখন কারো (কাজ করার) সময় পূর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা মুনাফিকুন: ৬৩: ১০-১১)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

৪. যারা সব অবস্থায়ই নিজেদের মাল খরচ করে খারাপ অবস্থাই থাকুক আর ভালো অবস্থাই থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেক লোক আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৩৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ কর, ঐ দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো কেনাবেচা হবে না, কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। আসলে তারাই জালিম, যারা কুফরির নীতি গ্রহণ করে। (সূরা বাকারা-০২:২৫৪) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-১৯৫, ২৪৫, ২৬১, ২৭২, সূরা আলে ইমরান-১৩৪, ৩৬,৬০, সূরা তাওবা- ৩৩-৩৪, ৫৪, ১২১, সূরা ইব্রাহিম-৩১, সূরা মোহাম্মদ-৩৮, সূরা হাদিদ-১০,১১, সূরা মুনাফিকুন -১০-১১,

- হাদিস

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ۔ (تِرْمِذِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ)

১. হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহ তায়ালার পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী : বাবু মা জা আ ফি ফাদলিন নাফাকাতি ফি সাবিলিল্লাহি, ১৫৫০)

icsbook.info

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ أَنْفِقْ یَا

ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَیْكَ۔(بُخَارِیْ: بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَی الْأَهْلِ)

২. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী : বাবু ফাদলিন নাফাকাতি আলাল আহলি ৪৯৩৩)

জান্নাত

- **আল কুরআন**

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۙ خٰلِدِیْنَ

فِیْهَا لَا یَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের মেহ্মানদারির জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত রয়েছে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও তারা যেতে চাইবে না। (সূরা কাহফ-১৮:১০৭, ১০৮)

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

الْكَبِیْرُ

২. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগান, যার নিচে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে-এটা বিরাট সফলতা।(সূরা বুরুজ-৮৫:১১)

وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَی الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ

خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِیْنَ

৩. আর যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকেও দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন (দেখা যাবে যে,) বেহেশতের দরজাগুলো আগে থেকেই খুলে রাখা হয়েছে। বেহেশতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা খুব ভালো অবস্থায় ছিলে।

icsbook.info

বেহেশতে চিরদিনের জন্য এসে যাও। (সূরা যুমার-৩৯ঃ৭৩) বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-২৫, সূরা আলে ইমরান-১৩৩, ১৮৫, সূরা তাওবা-৭২, সূরা নাহল-৩২, সূরা ইয়াছিন-৫৫-৫৮, সূরা মোহাম্মদ-১৫, সূরা হাশর-২০, সূরা দাহর-১৩,২০,

- **হাদিস**

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ۔ (بُخَارِيْ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ)

১. হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখেছি, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখেছি তার অধিকাংশ মহিলা। (বুখারী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا۔ (بُخَارِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ)

২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, একটি চাবুক রাখার পরিমাণ সম জান্নাতের মর্যাদা গোটা পৃথিবী এবং তার মাঝে যা রয়েছে, তার চাইতেও উত্তম (বুখারী)

জাহান্নাম

- **আল-কুরআন**

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

১. যদি (এখন) তোমরা তা করতে না পার, অবশ্য তোমরা কখনোই তা করতে পারবে না; তাহলে ঐ আগুনকে ভয় কর, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর এবং যা কাফিরদের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে। (সূরা বাকারা-০২:২৪)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

icsbook.info

২. আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামি। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা-বাকারা: ০২ঃ৩৯)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! নিজেদেরকে ও আপন পরিবার-পরিজনকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর। এবং যার উপর এমন সব ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যারা খুবই কর্কশ ও কঠোর; যারা কখনো আল্লাহর নাফরমানি করে না এবং যে হুকুমই তাদেরকে দেয়া হয় তা তারা পালন করে। (সূরা তাহরিম ৬৬ : ৬)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

৪. (এ ফয়সালার পর) যারা কুফরি করেছিল তাদেরকে দলে দলে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে তখন দোজখের দরজাগুলো খোলা হবে। দোজখের পাহারাদার তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটি দেখতে হবে? তারা জবাবে বলবে, হ্যাঁ, তারা এসেছিল। কিন্তু আজাবের ফয়সালা কাফিরদের উপর জারি হয়ে গেছে।' (সূরা যুমার-৩৯ঃ৭১) বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-৩৯,৫৬, সূরা নিসা-১৪,২৬,১১৫, সূরা আনয়াম-২৭-৩১, সূরা আরাফ-৩৬-৪১,৫০-৫১, সূরা কাহ্ফ-২৯, সূরা ত্বহা-৭৪, সূরা আহযাব-৬৪-৬৬, সূরা ফাতের-৩৬, সূরা মোমেন-৭১-৭২, সূরা যোখরুখ-৭৪-৭৬, সূরা মোহাম্মদ-১৫, সূরা মুলক-৬-১১, সূরা নাবা -২১-২৬, সূরা গশিয়াহ-৭,

icsbook.info

- হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهٗ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَ يُزْوَى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ۔(مُسْلِمٌ : بَابُ فِىْ شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْرِهَا)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাম অনবরত বলতেই থাকবে আরো (অপরাধী) আছে কি ? এমনকি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা তার পা দ্বারা তাকে চেপে ধরবেন। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট। তোমার ইজ্জতের কসম! একাংশ অপরাংশকে নিবিষ্ট করে দিচ্ছে। (মুসলিম ৫০৮৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ۔(اَحْمَدُ : مُسْنَدِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ)

২. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামকে লোভনীয় বস্তু দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে আবৃত রাখা হয়েছে কষ্টকর কার্যদ্বারা। (আহমাদঃ মুসনাদে আবি হুরাইরা, ৭২১৬)

আত্মশুদ্ধি

- আল-কুরআন

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ○ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

১. সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা লাভ করেছে ও আপন রবের নাম স্মরণ করেছে এবং তারপর নামাজ পড়েছে। (সূরা আ'লা-৮৭:১৪-১৫)

صِبْغَةَ اللهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

২. আপনি বলুন, আল্লাহর রং ধারণ কর। তাঁর রং থেকে আর কার রং বেশি সুন্দর হতে পারে? আমরা তাঁরই দাসত্ব করে চলেছি। (সূরা বাকারা-০২ : ১৩৮) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ১৫৩, সূরা

icsbook.info

আলে ইমরান-১০৩,১৬৪, সূরা আনফাল-২, সূরা তাওবা-১০৩, সূরা হাশর-১, সূরা জুমুয়াহ-২, সূরা মোযাম্মেল -৬-৮

- হাদিস

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَ أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ـ (تِرْمِذِيْ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ)

১. হযরত আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, আর মন্দ কাজ করলে তার পরপরই সৎ কাজ কর। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযীঃ বাবু মা জা'আ ফি মুয়াশারাতি নাসি, ১৯১০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ ـ (تِرْمِذِيْ: بَابُ فِيْمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُضْحِكُ بِهَا النَّاسَ)

২. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অশোভনীয় (অনর্থক) কাজ পরিহার করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী : বাবু ফিমান তাকাল্লামা বিকালিমাতিন ইউদহিকু বিহান্নাসা, ২২৩৯)

দায়িত্বশীলের গুণাবলি

- আল-কুরআন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

১. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র যে আপনি (১) কোমল হৃদয়সম্পন্ন, যদি আপনি কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজসম্পন্ন হতেন, তাহলে এরা আপনার চার পাশ

icsbook.info

থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। (২) কাজেই এদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন (৩) এদের জন্য শাফায়াত (ক্ষমা) চান এবং (৪) বিভিন্ন বিষয়ে এদের সাথে পরামর্শ করুন। (৫) অতঃপর পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়ে যান (৬) তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর উপর) ভরসাকারীদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-৩:১৫৮)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۙ

২. মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি বজ্র-কঠোর। আর নিজেরা নিজেদের প্রতি বড়ই করুণাশীল। (সূরা আল ফাতাহ-৪৮:২৯)

- হাদিস

عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِ مَامُ الْاَعْظَمُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ـ

১. সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের যিনি বড় নেতাও দায়িত্বশীল এবং তাঁকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهٖ ـ

২. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ নরম আচরণকারী এবং যাবতীয় কার্যক্রমে তিনি নরম আচরণই পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

icsbook.info

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম সম্পর্কে

- আল-কুরআন

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১. তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতি সৃষ্টি করে দেবেন আর তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার। (সূরা তওবা, আয়াত-৯:৩৯)

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

২. তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর তাহলে সেই জন্য কোনই পরোয়া নেই, আল্লাহ সেই সময়ও তাঁর সাহায্য করেছেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। (সূরা তওবা, আয়াত-৯:৪০)

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

৩. যাদেরকে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে না যেয়ে ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশি হয়েছে এবং খোদার পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা তাদের সহ্য হল না। তারা লোকদের বলল যে, এই কঠিন গরমে বাইরে যেয়ো না তাদেরকে বল যে, জাহান্নামের আগুন তো উহা অপেক্ষা অধিক গরম। হায়, উহাদের যদি এটুকুও চেতনা না হতো! (সূরা তওবা, আয়াত-৯:৮১)

icsbook.info

ব্যক্তিগত রিপোর্ট

- আল-কুরআন

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

১. আপন কর্মের রেকর্ড পড়! আজ তোমার নিজের হিসাব দেয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-১৭:১৪)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ০ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

২. দু'জন লেখক তাদের ডানে বামে বসে সব কিছু রেকর্ড করে চলেছে। তাদের (মানুষ) মুখ থেকে এমন কথাই বের হয় না যা রেকর্ড করার জন্য একজন সজাগ সচেতন প্রহরী উপস্থিত না থাকবে। (সূরা আল-ক্বাফ, আয়াত-৫০:১৭-১৮)

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ০ كِرَامًا كَاتِبِينَ ০ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ০

৩. তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, তারা হলেন সম্মানিত লেখকবৃন্দ। যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানেন যা তোমরা কর। (সূরা ইনফিতার, আয়াত-৮২:১০-১২)

- হাদিস

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللهِ۔

১. হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান, আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে সে-ই অক্ষম। (তিরমিজি শরীফ)

icsbook.info

আল-কুরআনের দশটি সূরা

- ## সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ• الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ• اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ• اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ• صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ•

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু, যিনি বিচার দিনের মালিক, আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের সরল সহজ পথ দেখাও, তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছে, তাদের পথ নয়, (যারা) অভিশপ্ত এবং পথহারা হয়েছে।

- ## সূরা ফিল

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ• اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ• وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ• تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ• فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ•

অর্থ : তুমি কি শোনো নি, তোমার প্রভু হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কঙ্কর। অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসাদৃশ।

- ## সূরা কুরাইশ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ• اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ• فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ• الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ•

অর্থ : যেহেতু কুরাইশ অভ্যস্ত। শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদাত করে। যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

icsbook.info

- **সূরা মাউন**

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

অর্থ : তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে? সে-ই ইয়াতিমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়। আর মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং ছোট-খাটো গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে।

- **সূরা কাউসার**

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

অর্থ : নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ।

- **সূরা কাফিরূন**

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَ لَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ وَ لَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَ لَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِىَ دِيْنِ ۝

অর্থ : বল, হে কাফিররা। তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।

icsbook.info

- সূরা নসর

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۙ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۠

অর্থ : যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখবে। তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবিহ্ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

- সূরা লাহাব

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ؕ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ؕ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚۖ وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۠

অর্থ : ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে। আর তার স্ত্রী লাকড়ি বহনকারী। তার গলায় পাকানো দড়ি।

- সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۠

অর্থ : বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।

- সূরা ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۠

অর্থ : বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি

icsbook.info

করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়। আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে'।

- সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِیْ
یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۟

অর্থ : বলুন আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার কাছে। মানুষের অধিপতির কাছে। মানুষের মা'বুদের কাছে। তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

icsbook.info

মাসনুন দোয়া

❑ ঘুমানোর সময় এই দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মরি এবং জীবিত থাকি। (বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদিস নং ৬৩১২)

❑ ঘুম থেকে উঠে এই দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (মৃত্যুর ন্যায় ঘুম) দান করার পর জীবন দান করেছেন। তার নিকটই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

❑ খাওয়ার পূর্বে এই দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকতে (খাওয়া) শুরু করলাম। (শুআবুল ঈমান, খ. ৪, পৃ. ১৪৫, হাদিস নং ৪৬০৪, হিসনে হাসিন, পৃ. ১৮৬)

❑ খাওয়ার শেষের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন। (তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৮, হাদিস নং ৩৪)

❑ টয়লেটে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

icsbook.info

অর্থ: আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট দুষ্ট পুরুষ ও দুষ্ট স্ত্রী জিন হতে আশ্রয় চাচ্ছি। (বুখারী, মেশকাত, তিরমিযী, মুসলিম)

❑ টয়লেট হতে বের হওয়ার দোয়া

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِيْ

অর্থ: আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমার থেকে নাপাকি দূর করেছেন ও আমাকে আরাম দিয়েছেন। (তিরমিযী, মেশকাত)

❑ মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : ইয়া আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

❑ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদিস নং ৭১৩, ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৩, হাদিস নং ৭৭১)

❑ ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ : 'আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। গোনাহ থেকে বাঁচা এবং নেকি করার শক্তি আল্লাহ তাআলাই দান করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

icsbook.info

❑ ঘরে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلِجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই উত্তম গমন ও উত্তম প্রত্যাগমন। আল্লাহর নামেই আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামেই আমরা বের হই। আমাদের রবের প্রতিই আমাদের ভরসা।'

❑ যান বাহনে ওঠার দোয়া (স্থলযান)

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ • وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ •

'পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এটিকে অনুগত করতে সক্ষম ছিলাম না এবং নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।'

❑ যানবাহনের দোয়া (নৌযান)

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ •

'এর চলা ও থামা আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমতাশীল ও দয়ালু।'

❑ যানবাহন থেকে নামার দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ

'হে আমার রব! আমাকে বরকতময় স্থানে অবতরণ করাও, তুমিই উত্তম অবতরণকারী।'

❑ জালিমের জুলুম থেকে পরিত্রাণের দোয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ • وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ •

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জালিমের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না।

icsbook.info

আমাদেরকে আপনার নিজ রহমত এই কাফিরদের থেকে মুক্তি দিন।'

❑ **আজান শেষ হওয়ার পর দরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের দোয়া পড়তে হয়-**

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের আপনিই রব। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসিলা ও মর্যাদা দান করুন। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন। অবশ্যই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (বুখারী, খ. ১, পৃ. ১২৬, হাদিস নং ৬১৪, জামে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৩, হাদিস নং ২১১)

❑ **নামাযে পঠিত দোয়া সমূহ**

তাকবীরে তাহ্রীমা :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহ মহান।

ছানা :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহিমা অতি উচ্চ, তুমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

রুকুর তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান প্রতিপালকের

রুকু হতে উঠার তাহ্মীদ :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ○ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

icsbook.info

যে আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শোনেন- হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা আপনার জন্য।

সিজদার তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান প্রতিপালকের

দুই সিজদার মধ্যবর্তী তাসবীহ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন, আমাকে শান্তি দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।

সালাম :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তাশাহহুদ :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক সকল ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে রাসূল! আপনার উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর পূণ্যবান বান্দাগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি

icsbook.info

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর ঐরূপ শান্তি অবতীর্ণ কর, যেরূপ শান্তি হযরত ইবরাহিম আ. এবং তার বংশধরের উপর অবতীর্ণ করেছ। নিশ্চয় আপনি সুপ্রশংসিত এবং সুমহান।

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর সেইরূপ অনুগ্রহ কর, যেরূপ অনুগ্রহ হযরত ইবরাহিম আ. এবং তাঁর বংশধরের উপর করেছ। নিশ্চয় আপনি সুপ্রশংসিত এবং সুমহান।

দোয়ায়ে মাছুরা :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ . ○

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার উপর অনেক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার নিজ হতে সম্পূর্ণ ক্ষমা করুন এবং আমার দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

icsbook.info